বিদ্যুন্মালিনী

আখ্যায়িকা

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু রাজ[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

জমীদার মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীকৃষ্ণদাস শূর কর্ত্তৃক

প্রণীত

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

সংশোধিত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা

নং ১৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,

অপর সর্কিউলার রোড,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৭৮।

মূল্য—।।৵০ আনা।

বিদ্যুন্মালিনী

আখ্যায়িকা

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জমীদার মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীকৃষ্ণদাস শূর কর্ত্তৃক

প্রণীত

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

সংশোধিত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা।

নং ২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন্,

অপর সর্কিউলার রোড,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৭৮।

সংখ্যা ৪৬০

শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন দ্বারা
মুদ্রিত।

৪১০*
LIBRARY
৪১০*

বিদ্যুন্মালিনী।

দুষ্প্রাপ্য

প্রথম খণ্ডের আভাষ।

অদ্দবতী নগরীতে অশেষগুণান্বিত দয়া-দাক্ষিণ্য-সম্পন্ন বীরবর নামে এক মহারাজ ছিলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত বিজয়কেতু-নামক রাজপুত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সের মধ্যেই শস্ত্র, শাস্ত্র, নীতি, কৌশল সঙ্গীতাদি ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। কুমার মন্ত্রিপুত্র সমভিব্যাহারে তুরঙ্গারূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত ধর্ম্মপুরস্থ ধনপতি শ্রেষ্ঠীর কন্যা ইন্দুমালিনীর প্রণয়পাশে এরূপ আবদ্ধ হইলেন যে, কুসুমপুরস্থ রাজা বিজয়কেশরীর কন্যা বিদ্যুল্লতার পরিণয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া মৃগয়ার কৌশলে ক্রমে পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গ সৈন্য

সহকারে অরণ্যে সুযাত্রা করিয়াছিলেন, এবং ইন্দুমালিনী-কেও ইহার সমাচার জ্ঞাত করিয়া তাহার সাক্ষাৎকার লাভ প্রত্যাশায় সঙ্কেত-স্থলে অপেক্ষা করিতেছিলেন, ইন্দুমালিনীও পুলকিত-কায়ে উন্মাদিনী সহকারে প্রিয়-দর্শনা হইয়া প্রিয়দর্শনার্থ আসিতে আসিতে দৈববশতঃ অপরিচিত দুইটী পরিচারিকা দ্বারা অপহৃতা হইয়া যবন-ভবনে নীয়মানা হইলেন। কুমার ইন্দুমালিনীর আসার আশায় হতাশ হইয়া মন্ত্রিনন্দনের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময় গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বিন্দু বিন্দু বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। কুমারের সৈন্যগণ প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে শিবির সন্নি-বেশিত করিয়াছিল। তখন উভয়ে শিবিরে যাইতে বিবিধ চেষ্টা করায় কোনক্রমেই পারগ হইলেন না, সুতরাং সেই অরণ্যের দিগ্দিগন্তরে থাকিবার স্থান নিরূপণ করিতে লাগিলেন। পরে এক নদীর তটে উপস্থিত হইয়া জনশূন্য একখানি নৌকা তথায় আবদ্ধ দেখিয়া উভয়েই তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অঙ্গের নীরপাত নিবারণ করিয়া শীতল-সমীরণ-মিশ্র কল্লোলিনীর হিল্লোলে গতক্লম ও নিদ্রার সহচর হইলেন। ক্রমে ভয়ানক ঝটিকায় ঐ তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা ভীষণাকারে বৃদ্ধি পাইয়া তটস্থ তরণীকে নীর-মধ্যে নিমগ্ন করিল। তখন রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র নিদ্রান্তরিত হইয়া কাষ্ঠফলক অবলম্বন

দ্বারা উভয়ে কুলবতীর উভয়-কূল-প্রাপ্তানন্তর উভয়েই উভয়কে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র প্রায় দুই মাস বনভ্রমণ করিয়া মহারণ্যে উপস্থিত মাত্র নৃশংস নিষাদ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তাহাদিগের বন্যদেবী ভৈরবীর নিকট বলিদানার্থ নীয়মান হয়েন, পরে বিনা প্রার্থনায় ভৈরবীর কৃপাতে কুমার প্রাণদান পাইয়া ঐ নিষাদকৃত কুটীরে ভৈরবীর সহিত অকৃত্রিম প্রণয়ে তাহার প্রতিবাসী হইয়া কিছু দিন কাল যাপন করিলেন। একদা রজনী-যোগে ভৈরবীর যোগবলে ইন্দুমালিনীকে প্রাপ্ত হইয়া প্রাতে ভৈরবী ও ইন্দুমালিনীর দর্শনাভাবে মৃত্যুবৎ ধরণী লুণ্ঠনপূর্ব্বক বহুবিধ আক্ষেপের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রিনন্দন অপর পার প্রাপ্ত হইয়া ইন্দুমালিনীর সহচারিণী উন্মাদিনীর সঙ্গ লাভ করত তাঁহার প্রমুখাৎ ইন্দুমালিনীর অপহরণের বিষয় অবগতি মাত্র যথোচিত পরিতাপান্তে উন্মাদিনীকে বাটীতে পাঠাইয়া আপনি ইন্দুমালিনী ও রাজপুত্রের অনুসন্ধানে অনুধাবিত হইলেন। পরে কুমারের অন্বেষী সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া মহারণ্যে উপস্থিতি মাত্র ধূলায় ধূষরিত কুমারের পদবন্দনা করিলেন। কুমার সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখের পর মন্ত্রিপুত্রের সঙ্গলাভে যৎ-পরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কুশল প্রশ্নোত্তর দ্বারা বাটী যাত্রা করিলেন। তথায় পিতা মাতার চেষ্টায় বিদ্যুল্লতার

পাণিগ্রহণপূর্ব্বক বাসর-গৃহে কুমারীর সহিত ভৈরবীর মূর্ত্তির কিছুমাত্র প্রভেদ করিতে না পারিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ক্রমে বাসরাগতা অন্যান্য কামিনী-গণ স্থানান্তরিত হইলে, তিনি রাজকন্যার নিকট আপনার অরণ্যভ্রমণ ও ভৈরবীকর্ত্তৃক জীবনরক্ষার বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন। রাজবালা সহাস্যবদনে কহিলেন, ভৈরবী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী; আমি কল্য যোগ-বলে ভৈরবী দিদিকে আনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।

ত্রয়োদশ কুসুম।

এখানে ইন্দুমালিনী সুচতুরা দাসী-দ্বয় দ্বারা অপহৃতা হইয়া ঐ যবনধামে যদ্রূপ আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন, তাহা ত্রিপদীচ্ছন্দে নিবদ্ধ হইল।

ইন্দুমালিনীর আক্ষেপোক্তি।

বিধি, তব কিবা বিধি, বিষধর-শিরোনিধি,
কোন্ ভেকে ভেকে আনি দিলে।
মনে না ভাবিয়া দ্বিধা, মিটাতে বায়স ক্ষুধা,
গরুড়-ওষ্ঠের সুধা নিলে॥
মুখ ফুটে বলি কায়, বুক ফাটে মরি হায়!
পক্ষীপ্রায় বন্দী ব্যাধ-জালে।
ঠাকুরের প্রিয় ভোগ, কুকুরে হইল যোগ,
সিংহ-খাদ্য শৃগালের গালে॥
অবলা সরলা বালা, না জানি চাতুরী ছলা,
কি আর বলিব বিধি তোরে।
না জানিয়া সেবিকায়, প্রবেশিয়া শিবিকায়,
ডুবিলাম কলঙ্ক-সাগরে॥
এ নব যৌবন ডালি, যবন-ভবনে ঢালি,
বাঁচে বল কোন্ হিন্দু-বালা।

জীবনেতে শূন্য দেহ, করি মোরে শূন্যদেহ,
পালা রে নির্লজ্জ প্রাণ পালা ॥
ধিক্ মন তোরে বলি, কেন বা হইলি বলি,
তুচ্ছ হয়ে উচ্চ অভিলাষে।
দুরাসা হল দুরাশা, ঘটিল কি দুরদশা,
যবনে যৌবন-ধন গ্রাসে ॥
হইয়ে সাধু-দুহিতে, ইচ্ছিলাম রাজসুতে,
ত্বরিতে পাইতে তার ফল।
সব অন্ধকার দেখি, অন্ধ হল দুটী আঁখি,
পরিবারে সাধের কাজল ॥
বামন যেমন করে, ধরিবারে শশধরে,
ছুটিয়া পড়য়ে অন্ধ-কূপে।
মুছিয়া কুলের জ্যোতি, যাচিয়া হারায় জাতি,
মম গতি হইল সেইরূপে ॥
চতুরঙ্গ দলে মাতি, সুরঙ্গে তুরঙ্গে গতি,
কর হে হের দুর্গতি আসি।
এ দায়ে উদ্ধার সখা, অধিনীরে দিয়ে দেখা,
মৃত্যুর মুখেতে আছে দাসী ॥
দিয়া কষ্ট কুল নষ্ট, করিবে দুষ্ট পাপিষ্ঠ,
দুরদৃষ্ট স্পষ্ট মম এবে।
ছাড়িব এ পাপ দেহ, এখনি গরল দেহ,
সরল প্রণয় তবে রবে ॥

বড় সাধ ছিল মনে, তুব করে প্রেম-ধনে,
গোপনেতে করিব অর্পণ।
সে সাধ এবে বিরল, অমৃতে উঠে গরল,
ক্ষীরকুম্ভে ভুজঙ্গ পতন॥
পাইয়ে কুলকামিনী, তব প্রণয়-কামিনী,
সদা মোরে করিছে কামিনী।
এ অতি ঘোর যামিনী, ঘন খেলিছে দামিনী,
কাদম্বিনী কাঁপায় মেদিনী॥
ঘটিল এ কিবা কাণ্ড, ঝটিকা বহে প্রচণ্ড,
লণ্ড ভণ্ড বিশ্বভাণ্ড হয়।
তড় তড় রবে ধারা, বিদীর্ণ করিছে ধরা,
রসময় এস এ সময়॥
যদি না আসিতে চাও, ইন্দ্রের নিকটে যাও,
জানাও দাসীর নিবেদন।
তিনি হোন কৃপাবান, বজ্রাঘাতে ত্যজি প্রাণ,
কি ছার এ মিছার জীবন॥
বিবাদী হয়েছে বিধি, এ দুর্যোগে গুণনিধি,
কেমনে বাঁচাবে নিজ প্রাণী।
কুক্ষণে বাড়ায়ে পদে, পড়িলাম কি বিপদে,
পাশবদ্ধ যেমন হরিণী॥
সহায় সপক্ষ নাই, এবে কার মুখ চাই,
কোথা যাই কাহারে বা চিনি।

কোথা মাতা কোথা পিতা, প্রিয়সখা রৈলে কোথা,
কোথা আমি কোথা উন্মাদিনী ॥
হৃদয় বিদরে মম, সে যবন যম-সম,
হেরিলে হরয়ে প্রাণ-আশ।
অধীনী আর না জীবে, মরণ মঙ্গল এবে,
কালের কবলে করি বাস ॥
মনেতে এই আশ্বাসি, জন্মান্তরে এই দাসী,
শ্রীচরণে হইবে আশ্রিতা।
উদ্দেশে প্রণাম পায়, এই বলি মৃত্তিকায়,
মুর্চ্ছিতা হইল সাধুসুতা ॥
আহা উহু! যেন রাহুর ধুমে।
শশী খসি আসি মিশিল ভূমে ॥
নীহারে মলিনী নলিনী প্রায়।
যবন-তপন-তাপে শুখায় ॥
দেখি দাসী দোঁহে মোহে কাতরা।
চেতন করিতে করিল ত্বরা ॥
চালিল অনিল ব্যজনী সনে।
সলিল সঁপিল কমলাননে ॥
শুশ্রূষাতে রতা সেবিকাদ্বয়।
অনেক যতনে চেতন হয় ॥
ছুটিল অজ্ঞান, উঠিল ধনী।
মণিহীনা ক্ষীণা যেন নাগিনী ॥

ভাবি ভাবি দুঃখ মুখ শুখায়।
কুল-নাশ-ত্রাসে ত্রাসিত কায়॥
আপনা নিন্দিয়ে কহিছে আর।
নারীর শরীর দুঃখের ভার॥
রমণী-জনম হইল বৃথা।
পরের অধীনা স্বাধীনা কোথা॥
পুরুষ পৌরুষে পরেশ নিধি।
সর্ব্বত্র পবিত্র গঠিল বিধি॥
নারীতে নারিল করিতে তাই।
কামিনীকুলের কপালে ছাই॥
জন্ম মাত্র যদি গ্রাসিত কাল।
তবে কি ঘটিত হেন জঞ্জাল॥
কেন দাসি, বাদ সাধিছ সাধে।
নারীধর্ম্ম নয় নারীরে বধে॥
মোরে আনি দিলা যাহার পাশে।
পুরস্কার পাবে কি তার পাশে॥
ছাড়ি দেহ যাই পিতার বাসে।
অঙ্গ ঢাকি দিব পূতার বাসে॥
মতি-মাল্য-দামে সাজাব দেহে।
ধনে ধনী ধনি করিব দোঁহে॥
ছাড়ি দেহ মোরে দেখ কি আর।
মড়ারে করো না খাঁড়া প্রহার॥

পরিচারিকাদ্বয় কুমারীর এই আক্ষেপ ও প্রার্থনা-গ্রথিত গাথা সকল শ্রবণানন্তর তাঁহাকে বহুবিধ বাক্য-কৌশলে সান্ত্বনা করিয়া জলযোগ জন্য অনুযোগ করিয়া কহিল, কুমারি দোহাই গঙ্গাদেবীর, দোহাই পরমেশ্বরের, আপনার নিকট যথার্থ বলিতেছি আমরা যবন নহি, এ বাড়ীটীও যবনের নহে, এবং যবনস্পৃষ্ট কোন দ্রব্যা-দিও এ স্থলে নাই; অতএব আপনি নিঃসন্দেহচিত্তে জলযোগ করুন, আমরা দাসী হইয়া কোন ক্রমেই আপনাকে প্রতারণা করিব না; অদ্য হইতে আমরা আপনার আজ্ঞাবাহিনী হইয়াছি, আপনি বাটী গমন ব্যতীত যখন যাহা অনুমতি করিবেন আমরা বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ তদাজ্ঞার অনুবর্ত্তিনী হইব, ইহার আর কোন সন্দেহ নাই। ইন্দুমালিনী উহাদিগের এইরূপ শপথ-সঙ্কল্পিত বাক্য শ্রবণ ও বসন, ভূষণ, অবয়বাদি দর্শন করিয়া উহাদিগকে যথার্থই হিন্দুমহিলা জ্ঞানে কহিলেন, তোমরা হিন্দুরমণী হইয়া কি কারণে এই দুরাচার যবনের পরিচারিকা হইয়াছ। সহচারিণী-দ্বয় কহিল, আপনা-সদৃশা কুলকামিনীদিগের শুশ্রূষা জন্যই আমরা উক্ত যবন প্রভুর বেতনভুক্তা আজ্ঞা-বাহিনী হইয়াছি। আমাদিগের স্পৃষ্ট ভোজ্যাদি গ্রহণ করিলে আপনার জাতিকুল কলুষিত হইবে না, আপনি জলযোগে মনোযোগী হউন। ইন্দুমালিনী

উহাদিগের সরল ভাষায় বিশ্বস্ত হইয়া ক্ষুৎপিপাসার অনুরোধে খাদ্যাদি গ্রহণে অগত্যা সম্মতা হইলেন, এবং মনে মনে একটী যুক্তি স্থির করিয়া পরিচারিকাদ্বয়কে প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তোমরা যদি আমাকে ঘুড্ডী খেলাইবার উদ্যোগ করিয়া দিতে পার, তবে আমি আহারাদি করিব, নতুবা অনাহার দ্বারা তনুত্যাগ করিয়া কুল-কলঙ্ক হইতে স্বতন্ত্রিত হইব। কুমারীর এই বাক্য শ্রবণে একজন পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ বিপণি হইতে নানাবিধ রঙ্গের বায়ুক্রীড়নী পট্টতন্তু ও সূত্র-সঙ্কলনী ক্রয় করিয়া ইন্দুনালিনীর সম্মুখে উপস্থিত করিল, কুমারী সন্তুষ্টচিত্তে জলযোগপূর্ব্বক ঐ বায়ুধাবিনী-গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্যটী প্রকটিত করিলেন।

"কোথা তাঁরা অশ্বোপরি, কোথা উন্মাদিনী।
কুসুমপুরেতে আমি যবন-অধীনী॥"

পরে অপরাহ্ণ সময়ে এই পদ্য চিত্রিত একখানি বিমানধাবিনী বিমানমার্গে উঠাইয়া এক সহচারিণীকে উড়াইতে দিলেন, এবং আর একখানি বায়ুচারিণী ঐরূপে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া উভয় বায়ুধাবিনীতে পেঁচ খেলিতে খেলিতে দুইখানি ঘুড্ডীই কাটিয়া গেল। এই প্রকারে কখন এক কখন বা দুইখানি ঘুড্ডী কাটিয়া দিগ্দি-গন্তরে ধাবিতা হইতে লাগিল। এমতে তিনি দিবসের

মধ্যে প্রায় কুড়ি পঁচিশ খানি বায়ুক্রীড়নী পেঁচ খেলিয়া কাটাইয়া সংবাদ-পত্রিকা-চ্ছলে বোমবত্মে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ কুসুম।

এখানে উন্মাদিনী মন্ত্রিপুত্রের সহায়তায় নিজদেশের পরিচিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু সচিবসুতের সঙ্গত্যাগ তাহার পক্ষে বিষম সঙ্কট হইয়া উঠিল। মন্ত্রিনন্দনের বিরহ তাঁহাকে এরূপ উৎকণ্ঠিতা করিল যে, যতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাইল, ততক্ষণই কুলালনির্ম্মিত পুত্তলিকা প্রায় সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিল। অমাত্যাত্মজও উন্মাদিনীর সহিত মন প্রাণ ঐ জনপদে রক্ষা করিয়া অগত্যা শূন্যকায়ে রাজকুমারের অন্বেষণে চলিলেন। তিনি যত বার পদসঞ্চালন করেন ততবারই পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উন্মাদিনীর হৃদয়ানন্দদায়ক মোহিনী মূর্ত্তিটী বিলোকন করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়ে উভয়ের নয়নপথ অতিক্রম করিলে উভয়ের বিরহানলে উভয়েই দগ্ধ হইতে থাকিল। মন্ত্রিপুত্রকে আর দেখিতে না পাইয়া উন্মাদিনী উন্মাদিনী প্রায় বাটীতে উপস্থিত হইয়া পিতা মাতার চরণ বন্দনা-

নন্তর ইন্দুমালিনীর অপহৃতা হওয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত উহা-দিগের নিকটে অকপটে নিবেদন করিল। সাধু প্রথমতঃ উন্মাদিনীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও ইন্দুমালিনীকে যথোচিত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ইন্দু-মালিনী যে দস্যুহস্তে পতিতা হইয়াছে এই সংবাদটী কুঠারাঘাতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠী অস্থির হইয়া বাষ্পকণ্ঠে পত্নীর প্রতি কহিলেন, প্রিয়ে, তোমার সাধের ইন্দুমালিনীকে এক দিনে হারাইলাম; হায় হায়! অর্থগৃধ্নু পামরেরা কল্য রাত্রেই বাছার প্রাণদণ্ড করিয়াছে। এই বলিয়া সাধু সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। সাধুমহিলা প্রভঞ্জনতাড়িত কদলীতরুর ন্যায় ধরানিপতিতা হইয়া মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দ-নের সহিত এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল। হায়! মাতৃহীনা সদ্যোজাত রক্তপিণ্ডাকারাকে এত দিন লালনপালনপূর্ব্বক প্রথম-যৌবনা করিয়া এক্ষণে শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধন করিলাম। হায় হায়! দুরাচারেরা যদি বাছার অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে মা আমার এতক্ষণ গৃহে আসিয়া মা বলিয়া ডাকিত। হে সাধু, আপনার শ্রীচরণে আমি সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতাম যে, কন্যাটীর শুভ বিবাহের প্রতি মনোযোগী হউন, দুঃখিনীর সে প্রার্থনা নিতান্তই অমূলক হইল, এক্ষণে সেই স্বর্ণপ্রতিমা হারাইয়া

কিপ্রকারে প্রাণ ধারণ করিব, এবং দস্যু দ্বারা কুলকন্যা অপহরণ-রূপ ঘোরতর কলঙ্ক হইতে কিরূপেই বা পরিত্রাণ পাইব, আর কোন্ সরমেই বা জনসমাজে এই পোড়া মুখ দেখাইব। হায় হায়! আর জীবন ধারণে বাসনা নাই, এখনি গরল ভক্ষণ দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া শোক ও কুলকলঙ্ক হইতে স্বতন্ত্রিত হই। আপনি অবিলম্বে হলাহল আনিয়া আমার করে সমর্পণ করুন, অথবা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিন, এই পাপদেহ দগ্ধ করিয়া শোক ও কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত করি। সাধু উন্মাদিনীর শুশ্রূষায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া পত্নীর প্রতি কহিলেন, দেখ প্রিয়ে, এই উপস্থিত বিপদ সময়ে তোমা-সদৃশা বুদ্ধিমতী স্ত্রীর এরূপ অধীরা হওয়া উচিত নহে। তুমি ধৈর্য্য ধর, বিপদকালে শোকের বশীভূতা হইলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দূরীভূতা হইয়া ব্যক্তিবৃন্দকে জড়তুল্য করে। তুমি স্থির হও, আমি অনুসন্ধান দ্বারা সেই দস্যুকে ধৃত করিয়া রাজদণ্ডে তাহার যৎপরোনাস্তি শাস্তি বিধান করাইব। আমি কেবল ভয়প্রযুক্ত মহারাজকে জানাইতে অক্ষম হইতেছি। অগ্রে অনুসন্ধান করি, পশ্চাৎ যাহা হয় করিব। এই আমি দিগ্দিগন্তরে দূত প্রেরণ করিতেছি। শ্রেষ্ঠী এইরূপ বিবিধ হিতোপদেশ দ্বারা পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া ইন্দুমালিনীর অনুসন্ধানে দেশে দেশে লোক

প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগের আগমন-প্রতীক্ষায় অতিকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। উন্মাদিনী ইন্দুমালিনীর বিচ্ছেদে ও মন্ত্রিনন্দনের বিরহে একান্ত অধীরা হইয়াও মণিহারা ভুজঙ্গিনী সদৃশ জনক-জননীর শুশ্রূষায় সময়াতিপাত করিতে লাগিল। সাধু যে ইন্দুমালিনী-হরণের সংবাদটী রাজাকে গোপন করিলেন কেন ইহার সবিশেষ শেষ প্রকাশ হইবে।

পঞ্চদশ কুসুম।

পরে একদা উন্মাদিনী ইন্দুমালিনী ও মন্ত্রিপুত্রের বিরহে কাতরা হইয়া প্রাসাদোপরি বায়ু সেবন করিতেছে, এমত সময়ে একখানি মরুৎচারিণী তাহার সম্মুখে নিপতিত হইল, উন্মাদিনী তন্মধ্যস্থ পদ্যটী পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত প্রফুল্লচিত্তে পিতার নিকট আসিয়া ঘুড়ীখানি তাঁহাকে সমর্পণ করিল। ইন্দুমালিনীর পত্রস্বরূপ সেই ঘুড়ীতে লিখিত পদ্যটী পাঠ করিয়া সাধুর মুমূর্ষু অবস্থা তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু ইন্দুমালিনী যে যবন-অধীনী হই-

আছে এই চিন্তানলে তাঁহার দেহমনঃ দগ্ধ হইতে লাগিল। পরে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে গূঢ়ার্থ পদার্থ অবগত করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ বিধাতার কি আশ্চর্য্য ঘটনা, ইন্দুমালিনীর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও আনন্দলাভ করিতে পারিলাম না, এক্ষণে কি উপায় দ্বারা ইন্দুমালিনীকে যবন-হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব ইহারও কোন সদুপায় দেখি না। আমার ত এই স্থবিরাবস্থা, অস্ত্রচালনে ক্ষমতা নাই, এবং আত্মীয় বন্ধুও কেহ অস্ত্রধারী নাই, তাদৃশ লোকবলেরও এক্ষণে অভাব, যেহেতু ইন্দুমালিনীর অনুসন্ধানে দিগ্দিগন্তরে যে সকল ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করিয়াছি তাহারা এপর্য্যন্তও প্রত্যাগমন করে নাই। দেখ সুন্দরি! বিধাতা আমাদিগকে পুত্রধনে বঞ্চিত করিয়া কন্যাধনে ধনী করিয়াছেন, এক্ষণে ইন্দুমালিনী-উদ্ধারের উপায় কি? উপযুক্ত পুত্র সন্তান থাকিলে অনায়াসেই কুসুমপুর প্রবেশপূর্ব্বক যে কোন উপায়ে হউক ইন্দুমালিনীকে উদ্ধার করিতে পারিত। হায় হায়! বাছার উদ্ধার-সাধনে যে কি যুক্তি করিব তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের কি দুরদৃষ্ট! প্রিয়ে আর বাঁচিতে বাসনা নাই, এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। সাধু এইরূপে বহুবিধ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উন্মাদিনী

পিতার ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া কহিল, পিতঃ! শত্রু দ্বারা যদ্রূপ শত্রুকে জয় করা যায়, কন্টক কর্ত্তৃক যেরূপ বিদ্ধ কন্টক উত্থিত হয়, এবং কর্ণে জল প্রবেশ করাইয়া যেপ্রকারে কর্ণের জল বহির্গত করা যায়, তদ্রূপ আপনি এই কন্যার দ্বারা সেই কন্যার অন্বেষণ ও উদ্ধার সাধন করুন। এই বলিয়া উন্মাদিনী সৈনিক-পুরুষ-তুল্য পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া ইন্দুমালিনীর ও আপনার অশ্বদ্বয় সুসজ্জিত করিয়া আনিতে অশ্বপালকে আদেশ করিল। সাধুদম্পতী উন্মাদিনীর অসমসাহসিক ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাহার অভূতপূর্ব্ব কার্য্যসাধনের পক্ষে ভূয়ঃ ভূয়ঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। উন্মাদিনী পিতা মাতার নিষেধবাক্য না শুনিয়া তাঁহাদিগের চরণবন্দনানন্তর অশ্বপালকে ইন্দুমালিনীর ঘোড়াতে আরোহণ করাইয়া আপনি নিজ অশ্বে সমুত্থানপূর্ব্বক পিতা মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিল। সাধুদম্পতী উন্মাদিনীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে অগত্যা অনুমতি প্রদান করিলেন। "দুরাচার যবন-রুধিরে এই অসিকে স্নান করাইয়া ইন্দুমালিনীর সহিত এ বাটীতে উপস্থিত হইব" এই বলিয়া উন্মাদিনী শুভ যাত্রা করিল। পরে যথাকালে কুসুমপুরে উপস্থিত হইয়া তথাকার পণ্যবীথী হইতে নানাবিধ বায়ুক্রীড়নী, সূত্রসঙ্কলনী, ও পট্টতন্তু ক্রয়

করিয়া দুইটী অশ্ব সহিত সহিসকে পথাবীথীতে রাখিয়া আপনি যবন-রমণীর বেশে গ্রামে গ্রামে পড়সে পড়সে ঘুড়ী নাটাই লক বিক্রয় করিতে লাগিল, এবং ইন্দুমালিনীর নামাঙ্কিত ঘুড়ীও দুই চারি খানি পথে ও বৃক্ষশাখায় পুনঃ প্রাপ্ত হইল। এইরূপে চারি পাঁচ দিন গত হইলে এক দিন চিত্তরঞ্জনোদ্যানের ফাটকে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল উহাকে ঘুড়ী লকের ব্যাপারিণী দেখিয়া ইন্দুমালিনীর অট্টালিকা দেখাইয়া দিল। উন্মাদিনী গবাক্ষদ্বারে ইন্দুমালিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দার্ণবে ভাসিতে লাগিল। ইন্দুমালিনী ঘুড়ীর ব্যাপারিণীকে দেখিয়া ঘুড়ী-ক্রয়-মানসে উহাকে নিকটে উপস্থিত হইতে কহিলেন, পরে উহার দিকে অধিকক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি নাম? কোথায় বাসা?

ব্যাপারিণীর উক্তি।

হারাইয়া ভালবাসা, যথা থাকি তথা বাসা।

সহচারিণীদ্বয়। তুমি কি যবনকন্যা?

ব্যাপারিণী। আমি যবনকন্যা নহি, হিন্দুজাতি, সাধুর কন্যা।

স। তুমি যদি সাধুর কন্যা তবে তোমার যবনের ন্যায় বেশভূষা কেন?

ব্যা। আমি ঘুড়ী লকের ব্যবসায় করি, এবং স্ত্রীলোক-দিগের নিকট রকম রকমের পোশাক পরিয়া নৃত্য গীত করিয়া থাকি। অদ্য একটী কুলবধূ আমার নিকট ঘুড়ী লক খরিদ করিয়া আমাকে কহিল ব্যাপারিণী, তুমি বাইনাচ দেখাইতে পার? আমি কহিলাম, হাঁ পারি। তখন সেই বধূটী আরও চারি পাঁচজন স্ত্রীলোককে ডাকিয়া একত্র বসিয়া আমাকে নৃত্য করিতে অনুমতি করিল; আমি তৎক্ষণাৎ যবন-রমণীর বেশ ধারণপূর্ব্বক নৃত্যগীত দ্বারা তাঁহাদিগের মনঃসন্তোষপূর্ব্বক কিছু পুরস্কার গ্রহণ করিয়া সেই বেশেই আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমার নিকট বিবীর সাজও আছে, আমি বিবীর নাচও নাচিতে পারি।

স। তবে আমাদিগের নিকট একবার নৃত্যগীত করিলে ভাল হয় না?

ব্যা। নৃত্যগীত কি অমনি হয়, অগ্রে ঘুড়ী নাটাই লক বেচিব, পরে গান করিয়া নাচিব।

ইন্দুমালিনী উন্মাদিনীকে জানিতে পারিয়া কহিলেন, তুমি যদি অদ্য এখানে অবস্থিতি করিতে পার, তবে তোমার ঘুড়ী লক ক্রয় করি এবং নিশিযোগে আমরা সকলে তোমার নৃত্যগীত দর্শন শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করি।

ম্যা। যদি আপনি আমার সমস্ত ঘুড়ী লক নাটাই খরিদ করিতে পারেন, তবে এক দিন কি আমি পাঁচ দিন থাকিতে পারি।

ই। আচ্ছা তাহাই হইবে, আপাততঃ তুমি একটী গান কর।

ম্যা। আমি একটী আগমনী গীত গাই।

সকলে। গাও।

উন্মাদিনী আগমনী-গীতচ্ছলে ইন্দুমালিনীকে বাটী যাইবার সঙ্কেত করিতেছে।

গীত। রাগিণী আলেয়া, তাল আড়া।

চল গো চঞ্চলা বালা অচলা অঞ্চলমণি।
সইলো * পূরি অন্ধকার বিনা ও চাঁদ-বদনখানি।
দোলায় গমন তব, হবে না আর সম্ভব,
ফল তার অসম্ভব, জান ত সকলি।
কুরঙ্গলোচনা সতী, রঙ্গে চতুরঙ্গে মাতি,
সুরঙ্গে তুরঙ্গে গতি, কর গো বিধুবদনী॥

---

* সইলো—শৈল—এই উভয় শব্দের অর্থ ভিন্ন ও বর্ণ ভিন্ন, কিন্তু মুখের গান শব্দমাত্র, ইহাতে একপক্ষে সখী সম্বোধন, অপর পক্ষে পর্ব্বত হইবে।

উন্মাদিনীর গান শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইল। পরে দুজনীতে উন্মাদিনী ইন্দুমালিনীর সহিত গোপনে মন্ত্রণা করিয়া এই যুক্তি স্থির করিল যে, "আমি এক সময় কৌশলক্রমে বহির্গত হইয়া সৈনিক-পুরুষ-বেশে তোমার ঘোড়াটী তোমার নিকট বিক্রয় করিতে আসিব, তাহাতে তুমি অশ্ব দেখিবার ছলনায় নিকটে গিয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক বাটী যাত্রা করিবে, এবং আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোমার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে করিতে বেগে গমন করিতে থাকিব" এই পরামর্শ স্থির করিয়া নৃত্য গীত ও রঙ্গভঙ্গিপ্রভৃতি দ্বারা পরিচারিকাদ্বয়কে পরিতুষ্ট করণপূর্ব্বক উন্মাদিনী তথায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

ষোড়শ কুসুম।

এখানে কুসুমপুরে রাজকুমার বাসরগৃহে প্রবেশ করিলে, মন্ত্রিপুত্র একাকী এক বহিঃপ্রকোষ্ঠে শয়নপূর্ব্বক নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিনন্দন যে দিন উন্মাদিনীকে জনপদে সুরক্ষিত করিয়া রাজপুত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, সেই দিন হইতে সচিবসুতের

অন্তরে নিরন্তর উন্মাদিনীর বিরহানল প্রজ্বলিত হইতে-ছিল। অদ্য আবার কুমারের বিবাহ স্ত্রী-আচার ও বাসর ব্যাপার অবলোকন করিয়া অমাত্যপুত্রের বিরহ-আগুন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি উন্মাদিনীর গমনান্দোলিত নিতম্বদেশ, পীনোন্নত পয়োধর, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, অঙ্গ-ভঙ্গী, শরচ্চন্দ্রসদৃশ বদনখানি এবং অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জনগঞ্জন-নয়ন-কটাক্ষ এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

এ দিকে রাজপুরে সুখসর্ব্বরী প্রভাত হইলে কুমারী কুমারকে গাত্রোত্থান করাইয়া কহিলেন, প্রিয়বর! ভৈরবী দিদীর সহিত আপনার সম্মিলন জন্য অদ্য আমি যোগানুষ্ঠান করিব, সন্ধ্যার পরে আপনি একাকী সরলা ও গরলার সহিত চিত্তরঞ্জনোদ্যানে সুযাত্রা করিবেন। বিদ্যুল্লতা এইমাত্র বলিয়া শিবিকারোহণে চিত্তরঞ্জনো-দ্যানে উপস্থিতিপূর্ব্বক যোগের সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। কুমার অন্তঃপুর হইতে বহিঃপ্রকোষ্ঠে উপ-স্থিত হইয়া মন্ত্রিপুত্রের নিকটে বাসরগৃহের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত করিয়া কহিলেন, বয়স্য, অদ্য সন্ধ্যার সময় রাজ-কন্যা যোগবলে অরণ্যের সেই ভৈরবীকে চিত্তরঞ্জনো-দ্যানে আনিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করাইবে, অতএব যে কোন উপায়ে হউক প্রিয়সখা তোমাকে তথায় উপস্থিত হইতে হইবে, কারণ, রাজবালা আমাকে

ভূয়োভূয়ঃ একক যাইতে কহিয়াছে, এজন্য আমি তোমাকে গমনসহচর করিতে পারিলাম না। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, কুমার ! সে জন্য আর চিন্তা কি, আপনার আগমনের পূর্ব্বেই আমি যে কোন উপায়ে হউক চিত্তরঞ্জন উদ্যানে উপস্থিত হইব। মন্ত্রিনন্দনের এতাদৃশ উক্তি শ্রবণে রাজকুমার আনন্দে পুলকিত হইয়া স্নানাদি কার্য্যে তৎপর হওত আহার প্রভৃতি দিবসীয় ব্যাপার নির্ব্বাহানন্তর সন্ধ্যাদেবীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজবালা চিত্তরঞ্জনোদ্যানে যোগের অনুষ্ঠান করিতেছেন এমত সময়ে দ্বারপাল আসিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিল ঠাকুরাণি ! অঙ্গবতী রাজধানী হইতে একটী স্ত্রীলোক একখানি ডালি লইয়া আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে, অনুমতি হইলে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে। কুমারী আজ্ঞা করিলে ঐ মহিলা নিকটে আসিয়া উপঢৌকন-সামগ্রী পুরোভাগে সুরক্ষিত করত রাজবালার পাদপদ্মে প্রণত হইল। নৃপকুমারী উহাকে বিলোকনমাত্র পরিচয়-জিজ্ঞাসিনী হইলে, দাসী কহিল, আমি অঙ্গবতী রাজমহিষীর দাসী, এই পট্টবস্ত্র মিষ্টান্ন ও মণিময় কঙ্কন রাজমহিষী আপনাকে আশীর্ব্বাদসূচক যৌতুক প্রেরণ করিয়াছেন। আমি প্রথমতঃ আপনার পিতার শ্রীচরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক

সমস্ত বিদিত করাতে তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কুমারী শ্বশ্রূদত্ত মণিময় কঙ্কণ দৃষ্টে অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া উহাকে আহারাদির জন্য পরিচারিকার করে সমর্পণ করত যোগের যোগা-যোগ করিতে লাগিলেন। পরে সন্ধ্যার সময়ে সরলা পরলার সহিত রাজপুত্র উদ্যানের তোরণদ্বারে প্রবেশ করিলে ফটকের কপাট রুদ্ধ হইল। তখন পূর্ব্বলক্ষিত কয়েকজন নিষাদ আসিয়া তাঁহাকে প্রণামানন্তর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা একটী কুটীর লক্ষ্য করাইয়া কুমারকে সেই দিকে গমন করিতে অনুরোধ করত তাহারা যথা-স্থানে প্রস্থান করিল। নৃপনন্দন নিষাদগণকে নিরী-ক্ষণ করিয়া "পুনরায় কি সেই মহারণ্যে আসিয়াছি" এই চিন্তা করিতে করিতে পর্ণশালার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট ভৈরবীকে দর্শন মাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং মানসে তাঁহার রূপলাবণ্যের সহিত ভূপালবালার রূপমাধুরীর অতুল সমতুলনাদির বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ভৈরবী রাজপুত্রকে দর্শন করিয়া কহিলেন, অদ্য কি সুপ্রভাত, আসুন আসুন, আপনি ভাল আছেন ত? আপনার দৈবশ্রিক কায়িক মানসিক সমস্ত কুশল ত! ভগিনী বিদ্যুল্লতা আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়া মণিহারা ফণিনীর ন্যায় কি করিতেছে অগ্রে তাহার কুশল বলুন। ধরাধরতনয় ভূপ রতন-

ন্থার সহিত ভৈরবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বিলোকনাদির কিছু-মাত্র প্রভেদ করিতে না পারিয়া চমৎকৃতচিত্তে চিত্র-কর-চিত্রিত মূর্ত্তির প্রায় মৌনী হইয়া রহিলেন। ভৈরবী রাজনন্দনের স্থিরচিত্ত মৌনভাব দেখিয়া কহিলেন, কুমার! এ কি ভাব? এ শান্তমূর্ত্তি যে অপূর্ব্ব দর্শন, বাও্ নিষ্পত্তি না করিবার কারণ কি? বুঝেছি বুঝেছি, আমাকে না বলিয়া বাটীতে আসাতেই কিছু লজ্জা বোধ হইয়াছে, ইহা অবশ্যই ভদ্রের পক্ষে সম্রমসূচক বটে। হে কুমার! সেকারণ তিলেকও কুণ্ঠিত হইবেন না, সে অপরাধ আপনার নহে, এই দুঃখভাগিনীর ভাগ্যবশতই ঘটিয়াছে। সম্প্রতি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি সেই মহারণ্যে আমার নিকট বলিয়া-ছিলেন যে, ইন্দুমালিনী ব্যতীত অন্য নারীকে নয়ন-গোচর করিবেন না, ইন্দুমালিনীকে না পাইলে হিংস্রক জন্তু দ্বারা বা অনাহারে অরণ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করি-বেন, কিন্তু এক্ষণে সেই প্রাণসম ইন্দুমালিনীকে পরি-ত্যাগপূর্ব্বক কি বিচারে ও কোন্ সাহসে রাজবালা বিদ্যুল্লতার পাণিগ্রহণ করিলেন? ইহা কি আপনার রাজনীতির অপক্ষপাতি ব্যবস্থা? হায় হায়! কুমার যে বিদ্যুৎ-ভয়ে ভীত হইয়া অরণ্যে পলায়ন করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে সেই বিদ্যুতেই দীপ্তিকর হইয়াছেন।

আমি হীনবুদ্ধি রমণী, ইহার কি বুঝিব, মহতে যাহা করে তাহাই পরম শোভনীয়।

রাজপুত্র ভৈরবীকে যথার্থই রাজবালার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিবেচনায় অতিশয় অপত্রপিষ্ণু বশতঃ সঙ্কুচিত-চিত্তে ও বিরস-বদনে কহিলেন, দেবি! আপনার বিধুবদন হইতে নীতিগর্ভ ও সুধাবিক্ত যে কয়েকটী বাক্য বিনির্গত হইল, তাহাতে আমি যথার্থই অপরাধের পাত্র হইয়াছি; কিন্তু আমার ইচ্ছানুসারে উপস্থিত ব্যাপারের কিছুই হয় নাই, ইহা দৈবঘটনামাত্র। এই বলিয়া ইন্দুমালিনী-লাভ হইতে বিদ্যুল্লতার পাণিগ্রহণ পর্যান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, আপনার এই চিত্তানন্দদায়িনী শান্তিরসা-ভিষিক্ত কান্তিটী পুনরায় আমার নয়নগোচর হওয়ায় বিদ্যুল্লতার পরিণয়কেই ভূয়সী প্রশংসা করিতে হইল। ভৈরবী কহিলেন, কুমার! আমার ভগিনীকে প্রশংসা করিয়া আমিও প্রশংসিত হইতে পারি বটে, এবং আপনিও ইন্দুমালিনীর প্রণয়শৃঙ্খল ছেদনপূর্ব্বক বিদ্যু-ল্লতা-লতাপাশে বিশেষ আবদ্ধ হওয়ায় আপনিও অসীম প্রশংসার সুপাত্র হইয়াছেন বটে। কিন্তু কুমার! এই সমস্ত প্রশংসা অপেক্ষা সেই দুষ্ট যবনকেই প্রশং-সার প্রশস্ত পাত্র ও অগণ্য ধন্যবাদের একমাত্র আধার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আপনি উহার

সময় ইন্দুমালিনীকে স্বীয় কুটীরে ত্যাগ করিয়া যখন আমার কুটীরে শুভাগমন করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তৎকালে স্থানান্তরে ছিলাম, ঐ সময় এক যবন যুবা মৃগয়ায় আসিয়া আপনার সাধনের ধন হৃদয়ের নিধি প্রাণাধিকা ইন্দুতুল্য ইন্দুমালিনীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বদেশে পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত ঐ দুরাচার যবন তাহাকে সতীত্বধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ করিতে পারে নাই। হে কুমার! যদি ইন্দুমালিনী-লাভের প্রত্যাশা থাকে, তবে অতি শীঘ্র তৎপর হউন।

রাজপুত্র ইন্দুমালিনীর এই দুরবস্থা শ্রবণমাত্র তাঁহার উদ্ধারজন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াও লজ্জাবশতঃ নীরব হইয়া রহিলেন, কিন্তু যবনকর্ত্তৃক ইন্দুমালিনী অপহৃতা হইয়াছে—এই বাক্যটী নিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় তাঁহার মর্ম্মভেদ করায় তিনি সহসা পতনোন্মুখ হইলেন। ভৈরবী কুমারের সেই অবস্থা নিরীক্ষণমাত্র নিজ ভুজ-মৃণালে তাঁহার কোমল কলেবর জড়িত করিয়া কুটীরস্থ আসনোপরি সমাসীন করাইয়া বদনে বারি সেচন করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন কুমার! ভয় নাই, আমি যোগবলে সেই ম্লেচ্ছের নিকট হইতে এখনি ইন্দুমালিনীকে আনিয়া পুনরায় তোমার করে সমর্পণ করিব। এই বলিয়া কুমারের করধারণপূর্ব্বক

উদ্যানস্থ একটী অট্টালিকার সোপানদ্বারে প্রবেশ করাইয়া ভৈরবী অদৃষ্ট হইলেন। রাজকুমার সেই সোপান-আরোহণ-ক্রমে প্রাসাদোপরি উত্থিত হইয়া অট্টালিকার প্রকোষ্ঠ কোষ্ঠ বহিঃকোষ্ঠ ও অলিন্দাদি পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে লাগিলেন—গৃহ সকলের তলভাগ চিত্র বিচিত্র পট্টাসন দ্বারা সুরঞ্জিত রহিয়াছে, ঊর্দ্ধ:দেশে স্ফটিক-নির্ম্মিত ত্রিস্তবকী চতুঃস্তবকী পঞ্চস্তবকী বর্ত্তিকাধারাবলি কাচমাল্যদামে খচিত ঝাড় সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে, মক্তিকলাপ-ঝালরিতা পট্টবাসবিভূষিতা আকর্ষণীয় বায়ুব্যজনী মধ্যে মধ্যে দোদুল্যমানা হইতেছে, দ্বিরদ-রদনির্ম্মিত কাষ্ঠখোদিত মৃত্তিকাগঠিত প্রস্তরপ্রস্তুত ধাত্বাদিরচিত এবং চিত্রিত চিত্রফলকাবলির নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তিতে কোষ্ঠ প্রকোষ্ঠের প্রাচীরাদি মূর্ত্তিমান্ হইয়া রহিয়াছে, কৃত্রিম ও যথার্থ বহুবিধ ফুল-ফল-পত্র-সজ্জিত হস্তিদন্ত ধাতু প্রভৃতির আধার সকল অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত রহিয়াছে, ধ্বনিত অধ্বনিত গৃহজাত অঙ্গজাত দণ্ড পল ও ঘটিকা-সূচক বহুবিধ ঘটিকাযন্ত্র সমভাবে সময় নির্ণয় করিতেছে। এবং খাদ্যোপযোগী শয়নাবশ্যকীয় ও উপবেশনোপযুক্ত দ্রব্যাদিতে অলঙ্কৃতা এবং তর-বর তর সুগন্ধি পুষ্প, তৈল, জলাদির সদ্‌গন্ধে সৌরভশালিনী অট্টালিকাটী যেন অট্ট অট্ট হাস্য সহ-

ক্ষারে উদ্ঘাটিত দ্বাররূপ বদন বিস্তারপূর্ব্বক গবাক্ষ-অক্ষি সঙ্কেত-কৌশলে রাজপুত্রকে নিকটে আহ্বান করিতেছে, কুমার ক্রমে ক্রমে গৃহ সকলের শোভা দেখিতে দেখিতে একটী নাট্যশালায় উপস্থিত হইলেন, তথায় মধুর মৃদঙ্গ, ঢোলক, তবলা, দারা, দম্প, খঞ্জনি, খোল, মাদল, প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যভাণ্ড; তূরী, ভেরী, ধূধুরী, বংশী, সারঙ্গ, বিহালা, তম্বুরা, রবাব, এসরাজ, সপ্তস্বরা, সেতারা, তেতারা, দোতারা, একতারা, আনন্দলহরী, গোপীযন্ত্রাদি সুরদায়ি যন্ত্র সকল; নূপুর, ঘুঙ্গুর, মন্দিরা, করতাল, খরতাল, ঝাঁঝরাদি তালপ্রদ ধ্বনিকর সকল এবং নট নটীর সজ্জার উপযোগী বহুবিধ কেশ, বাস, অলঙ্কারাদিতে অলঙ্কৃত নৃত্যগৃহটী দেখিলে বোধ হয় গানবাদ্য সহকারে নৃত্যগৃহটী যেন নৃত্য করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাজপুত্র তথায় উপবেশনপূর্ব্বক একটী সেতারের সুর সম্পাদন করিয়া তদ্বাদনোপলক্ষে ইন্দুমালিনীর আগমন-লালসায় একটী গান করিতে লাগিলেন।

রাগিণী কালেংড়া। তাল একতালা।

পুন যদি বিধি মিলায় সে নিধি বাঁধিব নয়ন-ফাঁদে।
সমীপ আননে, সে শশী-আননে, কাননে, পড়ে প্রমাদে॥

অচল চপল রূপ ঝলমল,
রসে টলমল ভাবে ঢলঢল,
জলে হেলে যেন হেলায় নির্ম্মল, উজ্জ্বল বদন-চাঁদে ॥
নিশীথ সময় নিশিতলোচনা,
কিবা শিখাইল প্রেম আলোচনা,
পায়ে কি সূচনা সেই সুলোচনা, লুকাল চাতুরী-ছাঁদে ॥

এইরূপ গান করিতে করিতে নাট্যশালার বর্ত্তিকা সকল নির্ব্বাণ হইতে থাকায় কুমার গৃহান্তরে গমনা-ভিপ্রায়ে সেতারটী লইয়া গাত্রোত্থান করিতে করিতে সমস্ত আলোকগুলি একবারে নির্ব্বাণ হইল। এমত সময়ে সুমধুর চরণাভরণ-ধ্বনি কুমারের কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র কুমার নীরব হইয়া একতান-মনে কর্ণপাত করিয়া রহিলেন। পরে গজেন্দ্রগমনে এক রমণী নাট্যশালায় প্রবেশপূর্ব্বক কুমারের নিকটবর্ত্তিনী হইল, এবং সে তার সেতারটী ধারণপূর্ব্বক কহিল, ওহে মন-চোর! মনোধন চুরি করিয়া অন্ধকার গৃহে লুকাইলেই কি থাকিতে পারিবে, এই তোমায় ধরিয়াছি, অদ্য প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া হৃদয়-কারাগারে বসাইয়া রাখিব, এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার হস্তস্থ সেতারটী দূরে রাখিয়া কুমারের গলদেশ বাহুবল্লী দ্বারা বেষ্টিত করিয়া আলিঙ্গনাভিলাষিণী হইলেন। রাজ-পুত্র তাঁহার সহাস্যাস্যের বাক্য ও চরণ-চালিত তালি

শ্রবণ, এবং অঙ্গের স্পর্শনাদি ও আঘ্রাণগ্রহণ দ্বারা এই পূর্ব্বপক্ষ করিলেন যে, ভৈরবী বিদ্যুল্লতাকে কাম্পনিক ইন্দুমালিনী সাজাইয়া আমার মনোরঞ্জন করিয়াছেন। কুমার তখন প্রকাশ্যে কহিলেন, অয়ি সুন্দরি! আমি তোমাকে বিলক্ষণ চিনিয়াছি, অদ্য তোমার চাতুরী চূর্ণিত করিব। তুমি ভৈরবীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ইন্দুমালিনীমূর্ত্তিতে অন্ধকারে আমাকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছ। ছদ্মবেশ ও ছেঁচা জল কতক্ষণ থাকে বল না, হে ললনা! আলোকে চল না, ছলনা দলনা হইয়া গিয়াছে। কুমারী সক্রোধ বাক্যে কহিলেন, হে জীবনকান্ত! এ যদি অধীনীর ব্যবহৃত গৃহ হইত, তবে অবশ্যই আলোকাদির দ্বারা উজ্জ্বলিত করিয়া রাখিত, ভৈরবীর আকর্ষণ-মন্ত্রবলে আপনি যদ্রূপ স্থানে আমাকে সঞ্চালিত করিবেন, আমি সেই স্থানেই সমাগতা হইব, ইহাতে আমার অপরাধই বা কি, ছলনাই বা কি, আর চাতুরীই বা কি দেখিলেন। হে প্রিয়বর! এক্ষণে আপনি নবপ্রণয়িনী রাজবালাকে পাইয়া যদি এই চরণাশ্রিতা কাঙ্গালিনীকে এতাধিক অশ্রদ্ধা করেন, তবে আপনার কণ্ঠহার ও অঙ্গুরী গ্রহণ করুন, আমি ভবদীয় নিকট হইতে স্থানান্তরিত হই। কুমারী এতদ্ভাবান্তে গমনোদ্যতা হইলেন। কুমার হারাঙ্গুরীর সহিত কুমারীর সুকুমার কমলবৃন্তবিনিন্দিত কোমল বাহু

নিজ করমুষ্টি সহায়ে আয়ত্ত করায়, কুমারী করোদ্ধার বাসনায় বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কুমারও সে পক্ষে বিপক্ষ প্রায় স্বপক্ষে পক্ষবান্ হইলেন। পরস্পরে হস্তাকর্ষণ করাতে যেন করি-করভদ্বয় বিবাদ-সূত্রে শুণ্ডে শুণ্ডে শুণ্ড ধারণপূর্ব্বক সমরে প্রবেশ করিল। উভয়ের দর্শনমনোহর বাহুযুদ্ধ, চারুচাতুর্য্যচর্চ্চিত মঞ্জুবচন, দ্রুতবাহি নিশ্বাস প্রশ্বাস ও পদপ্রক্ষেপা-দির ধ্বনি এবং কুমারীর চরণাভরণের ঝঙ্কারাদিতে বোধ হইল যেন কোকিল ভ্রমর ও মলয়াচলানিল সহায়ে কুসুমায়ুধপত্নীর সহিত নৃত্যগৃহে অধিষ্ঠান করিলেন। কামিনী-কুমারের এই ঘোরতর ব্যবহার অবলোকন করিয়া নিশাকর করনিকর বিস্তার করত উদ্ঘাটিত বাতায়ন-দ্বার-মধ্য দিয়া সম্মুখীন হইয়া উভয়ের বিবাদ ভঞ্জনে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তখন কুমারীর জারি জোরী ভারি ভূরী আর কিছুই রহিল না, চন্দ্রদেব কুমারের প্রতি সদয় হইয়া কুমারীর চাতুরী চুরি করিয়া লইলেন। রাজবালা অপ্রতিভা বশতঃ পলায়নোদ্যতা হইয়াই বা কি করিবেন, তাঁহার ভুজ-ভুজঙ্গিনী কুমারের বাহু নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিশোরী বসন-নীরদে বদন-শশধর ঢাকিতে ঢাকিতে কিশোরের কর-মারুত ঐ বসন-নীরদকে অন্য দিকে আকর্ষণ করায় তাঁহার অবগুণ্ঠনের উপায়াদিরও

বিষম বিভ্রাট ঘটিল। তিনি লজ্জায় করকমলে বদন-কমলকে আচ্ছাদিত করিয়া উভয় জানুসন্ধির মধ্যে বিন্যস্ত করায় তাঁহার নাভি-সরোবর রাজীবরাজি-বিরাজিত হইল; করেণুকরসদৃশ কুমারের করদ্বয় কমলদল দলিত করিয়া কুমারীর বদন-কমল উত্তোলন করিল। মাতঙ্গ-শুণ্ড যে কেবল প্রফুল্ল নলিনীদলকেই লণ্ড ভণ্ড করিয়া থাকে এমত নহে, কলিকা-দলন-দীক্ষায়ও বিলক্ষণ নিপুণ। অরবিন্দবৃন্দের বিষম বিপৎপাত বিলোকনে অলিকুলাত্মীয় পক্ষিকুল পঙ্কজিনীর পরম প্রণয়াস্পদ প্রিয়বর দিবাকরকে মুক্তকণ্ঠে সংবাদ দিতে লাগিল, সূর্য্য মহাশয় আদরিণী স্বরমণী সরমিনী সরোজিনীর সঙ্কট শ্রবণে ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইয়া পূর্ব্বাচলে সমুদয়পূর্ব্বক অভয়প্রদানার্থে কর বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন নৃপতনুজার তনুতে ভৈরবীসজ্জার বিভূতি বিলেপনের চিহ্ন সকল কুমার নয়নগোচর করিয়া চমৎকৃতচিত্তে ভূপালবালার চাতুরীর প্রতি ভূয়সী ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন প্রিয়ে! তুমি যে সকল প্রণালীতেই পটু, স্বয়ংই সর্পরূপে দংশনানন্তর রোগী-বেশে চলিয়া স্বয়ংই ওঝারূপে ঝাড়াইতে উদ্যত হইয়াছ। তুমি ভৈরবীমূর্ত্তিতে যোগের প্রাদুর্ভাব দর্শাইয়া ইন্দুনালিনীবেশে আমাকে মোহিত করত রাজবালা-রূপে আমার পরিণয় সাধন করিয়াছ!

সুন্দরি! তোমায় চেনা ভার। তোমার মোহন গুণের কথা আর আমি এক মুখে কি কহিব, নাগরাজ সহস্র মুখে তোমার গুণ বর্ণনায় অক্ষম হইয়া তোমাকে অনন্ত-গুণা বলিয়া তিনি অনন্ত নামে পাতালবাসী হইয়াছেন। তুমি সর্ব্বগুণে গুণশালিনী, আমি মহারণ্যে সেই ভয়ানক নিষাদ-হস্ত হইতে কেবল তোমার গুণেই রক্ষা পাইয়া-ছিলাম। কিন্তু প্রিয়ে! একবার ইন্দুমালিনী-বেশে আমার মনের সহিত আমার হারাঙ্গুরী হরণ করিয়া চোরের ন্যায় পলায়নপূর্ব্বক অদর্শন-বাণে আমার প্রাণ-হরণেরও চেষ্টা পাইয়াছিলে, আবার পুনরপি কি চুরি করিবার অভিপ্রায়ে সেই ইন্দুমালিনী-সাজ সাজি-য়াছ, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না।

কুমারী কহিলেন, অয়ি গুণাকর! আপনি আমাকে চোর অপবাদ দিতেছেন কেন? আমি ইন্দুমালিনীর বেশে বরমাল্যের বিনিময়ে মহাশয়ের হার অঙ্গুরী পাইয়াছি। আমরা অবলা সরলা স্ত্রীজাতি, মনচোর পুরুষদিগের মত চৌর্য্যকার্য্য জানি না। এই আপনার কণ্ঠভূষা ও অঙ্গুরী প্রত্যর্পণ করিতেছি, পরিগ্রহণ করুন। কুমার কহিলেন, প্রিয়ে! বরমাল্যের পরিবর্ত্তে ঐ অলঙ্কার যখন তোমার হস্তগত হইয়াছে তখন আর আমি দত্ত ধনে অধিকারী হইতে পারিব না, তুমিই উহা গ্রহণের পাত্রী হইয়াছ। রাজবালা বলিলেন, সখা!

সেই মহারণ্যে নিশীথ সময়ে এই করকণ্ঠভূষণ আপনি ইন্দুমালিনীকে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব আমি ইহা কিরূপে করতলস্থ করিতে পারি, ইহা কখনই সম্ভব নহে। এই ধনের যথার্থ অধিকারিণী যেপর্য্যন্ত অত্র স্থানে উপস্থিত না হয়, সেইপর্য্যন্ত গ্রহীতৃ-বিরহিত সম্পত্তি রাজকোষেই সুরক্ষিত হওয়া উচিত। রাজবালা এই বাক্যের পর হারাঙ্গুরী কুমারের করকমলে সমর্পণ করিলেন। নৃপনন্দন কহিলেন, প্রণয়িনি! তুমি যখন একবার ইন্দুমালিনীবেশে এই দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলে তখন দ্বিতীয় বারও সেই বেশে সেই দ্রব্য তোমারই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এস এস প্রাণেশ্বরি! তোমার কোমলাঙ্গে পরাইয়া মানস পূর্ণ করি। এতদ্বাক্যে রাজকুমার রাজবালার গলদেশে কণ্ঠমালা ও অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী যোজনা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার নিকট আমি একটী ভিক্ষা যাচ্ঞা করি, তুমি আর ভৈরবী বা ইন্দুমালিনী বেশে আমার পুরোবর্ত্তিনী হইও না, আমি তোমার ঐ দুইটী মূর্ত্তিতে মৃতবৎ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে আমি তোমাকে দোষী করিতে পারি না, সে আমার অদৃষ্টের কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। হে সরমিনি! ভৈরবী ও ইন্দুমালিনী মূর্ত্তির অদর্শনে সেই মহারণ্যে যখন আমি অজ্ঞানাবস্থায় রোদন করি, তখন তুমি আমার

স্নেহের নিধান মমতার মূর্ত্তি প্রাণাধিকা প্রণয়িনী হইয়া ও উদারস্বভাব সরল হৃদয়ের বিনিময়ে কুটিলান্তরে পাষাণ হৃদয়ে আমার নয়নান্তরে রহিলে, হায় হায়! ইহা কি সাধারণ নর্ম্মচ্ছেদি কর্ম্ম। তাই বলি প্রিয়ে! আমার ললাটের দুর্ঘটনা ব্যতীত কি এরূপ ঘটিতে পারে, যে আমায় সেই করাল কালোপম নিষাদনিচয়ের নিকট হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিল, সেই আবার আমাকে সেই ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় নিমগ্ন দেখিয়া নির্দ্দয়ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে; ইহা বিধিলিখিত আমার ললাটফলকের ফল বৈ আর কি? হায় হায়! আমার সেই ঘোরতর বিপদ কালে সৈন্যগণ সহকারে মন্ত্রিপুত্র যদি তথায় উপস্থিত না হইত, তবে সেই মহারণ্যমধ্যে আমাকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইত। বিদ্যুল্লতা কহিলেন, অয়ি জীবিতেশ্বর! যে ক্লেশের শেষে স্বসৈন্য সহিত সচিবসুতের সঙ্গলাভ, রাজধানীতে পুনরাগমনপূর্ব্বক মহারাজ ও রাজ্ঞীর শ্রীচরণ দর্শন এবং শুভবিবাহ প্রভৃতি অতুল আনন্দকর ঘটনা সকল ঘটে, সে ক্লেশ কখনই দুরদৃষ্ট বশতঃ নহে; সে ক্লেশ শুভাদৃষ্টের সহচর বলিয়া বিশ্বমণ্ডলে বিখ্যাত হইতে পারে। হে প্রাণকান্ত! আপনার শ্রীপদপ্রান্তে এ অধীনী আরও কিছু নিবেদন করিতেছে। রাজপুত্র কহিলেন, আদরিণি! তোমার কি বলিতে বাসনা আছে, অসঙ্কুচিতচিত্তে, মিসি-রঞ্জিত

গুঞ্জাগঞ্জিত ওষ্ঠাধর স্পন্দিত, কুন্দকুসুমসুষম দন্তাবলি তাড়িত, মূর্দ্ধা মর্দ্দিত, তালু চালিত ও কোকিলকুণ্ঠিত কণ্ঠকূজিত স্বর সহকারে তাহা সুপ্রকাশ কর। আমি কর্ণকুহরে সেই সুধার সু-ধার ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। রাজবালা কহিলেন, অয়ি হৃদয়-রঞ্জন! শ্রবণ করুন, আমি সেই মহারণ্যে যখন ভূমিতে বর্ণপাতপূর্ব্বক আপনার পরিচয় গ্রহণ করিলাম, সেই দণ্ডেই দুইজন নিষাদ দ্বারা ভবদীয় ভবনে সংবাদ প্রেরণ করিলাম। ঐ নিষাদদ্বয় বিপুল অর্থাদি পুরস্কার সহ প্রত্যাগমনপূর্ব্বক এ অধীনীকে কহিল যে, মহারাজ কুমারকে লইয়া যাইবার জন্য বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা কল্য এই মহারণ্যে নিশ্চয় উপস্থিত হইবে। আমি সেই সন্দেশ প্রাপ্তিমাত্র ভাবিলাম যে, যে কোন প্রকারে হউক এই অরণ্যে আমার প্রিয়-সহবাস হইতেছিল। এক্ষণে ইনি বাটী গমন করিয়াই যে আমার বশীভূত হইবেন ইহারই বা স্থিরতা কি? যেহেতু ইনি ইন্দুমালিনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ। অতএব অদ্য যামিনীযোগে ইন্দুমালিনী-বেশে ইহাঁর গলদেশে বরমাল্য প্রদানানন্তর স্বকার্য্য সাধন করি, পরে ইহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপনভাবে আমিও বাটী গমন করিব। তথায় ইন্দুমালিনীর অভাবে অগত্যা আমার প্রণয়পরায়ণ হইলেও

হইতে পারেন। আর যদি একান্তই বিবাহ বিষয়ে আমাকে বিষতুল্য বোধ করেন, তবে আমি পুনরায় যোগিনীর বেশে এই মহারণ্যে আসিয়া কাঙ্গালিনীর ন্যায় কালাতিপাত করিব। মনোগত এই কল্পনায় আপনাকে কহিলাম, অদ্য যোগবলে আপনার সহিত ইন্দুমালিনীর সম্মিলন করাইব। আমি আপনার সহিত প্রথম দর্শনদিনেই পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতাম, কেবল আপনাকে ইন্দুমালিনীগত-প্রাণ দেখিয়াই অপেক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ দিন আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলাম না; আবার পোড়া অনঙ্গও তাহাতে প্রবল হইয়া ক্রমে আমাকে বিবশাঙ্গিনী করিতে লাগিল। আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠায় উৎপীড়িতা হইয়া নিশীথ-সময়ে সেই অতনুর অনুবর্ত্তিনী হইয়া ভবদীয় কুটীরে উপগতা হইলাম। এবং কৌশলক্রমে বরমাল্যের বিনিময়ে আপনার হারাঙ্গুরী গ্রহণানন্তর স্থানান্তরে আত্ম-গোপন করিলাম। পরে আপনি স্বসৈন্য মন্ত্রিপুত্র সহিত অঙ্গবতীতে শুভযাত্রা করিলে, আমিও শবর-দিগের দ্বারা বাহিত শিবিকারোহণে গৃহাভিমুখী হইলাম। আমি আপনার সহিত অরণ্যবাসিনী হইবার জন্য অরণ্য-বাসিনী হই নাই, আপনাকে গৃহবাসী করিবার অভি-লাষেই অরণ্যবাসিনী হইয়াছিলাম। মহাশয়ের চতু-রঙ্গিণী বাহিনীর বাহিনী অবতরণে কালাতিক্রম হওয়ায়

অধীনী অগ্রেই কুসুমপুর নগরীতে প্রত্যাগতা হইয়াছিল।

রাজপুত্র অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্যের সহিত কহিলেন, প্রাণেশ্বরি! তোমার এই অমানুষিক ক্রিয়া সকল অবগত হইলে কোন্ ধীসম্পন্ন ব্যক্তি তোমাকে সাধারণ মানবিনী বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? তুমি বৃহস্পতিতুল্য মেধাশালিনী, লক্ষ্মীলক্ষিত-লক্ষণাক্রান্তা ও ভোজভুজবিজয়ী কৌতুক-প্রচারিণী। যে যুবা তোমাকে বামভাগভাগিনী করিয়াছে, এই জগতে তাহার প্রাপ্য বিষয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। হে বুদ্ধিমতি! সেই ভয়াবহ গহনকাননে তোমার উপস্থিত হইবারই বা কারণ কি? এবং কি উপায় অবলম্বনেই বা সেই কালোপম দুর্দ্দান্ত নিষাদগণকে এতাধিক বাধিত করিয়াছিলে? এই দুইটী বিষয় অবগত হইতে আমার আগ্রহাতিশয় হইয়াছে। সুন্দরি! প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়া বাধিত কর। এই বলিয়া রাজকুমার নীরব হইলেন।

সপ্তদশ কুসুম।

তদনন্তর রাজদুহিতা কহিলেন, প্রাণবল্লভ! ভবদীয় শ্রীচরণে এ দাসী সমস্তই সুবিদিত করিতেছে, শ্রবণ করুন। আমি কুমারীকালাবধি আপনার নাম ও রূপগুণাদি শ্রবণ এবং মধ্যে মধ্যে আপনাকে ঘোটকোপরি অবলোকন করাতে মদীয় হৃদয়ক্ষেত্রে ভবদীয় প্রণয়িণী হইবার অঙ্কুর উত্থিত হইয়াছিল। পরে আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ নিবন্ধন হইলে, ঐ বিবাহ-লালসাঙ্কুরে স্নেহ ও প্রণয়ের দুইটী পল্লব নবোদ্ভূত হইতে লাগিল। কিন্তু আপনি সচিবসুতের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক আমার পরিণয়ের প্রতি প্রতিকূল হইয়া ধর্ম্মপুরস্থ ধনপতি শ্রেষ্ঠীর কন্যা ইন্দুমালিনীর পাণিগ্রহণে নিতান্ত বাসনা করিলেন। যেপর্য্যন্ত আমি অন্য বরে বরমাল্য সম্প্রদান না করি, সেইপর্য্যন্ত আপনি পশুবধলীলাক্রমে অটবীভ্রমণ, বাসনায় মহারাজ ও রাজ্ঞীর অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। আর মৃগয়াকালে মধ্যে মধ্যে সঙ্কেত-স্থানে উপস্থিত হইয়া ইন্দুমালিনীর সমাগম লাভ করি-বেন, এবং যাত্রাকালে তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে তাহার প্রতি পত্রাদিও প্রেরণ করেন। এই সমস্ত অভিপ্রায়ে আপনি শুভযাত্রা করিয়াছেন ও ইন্দুমালিনীও প্রস্তুতা হইয়াছে,—আর্য্য-

পুত্র! আমি যখন এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম, তখন আমি আর আমাতে নাই; ঐ কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না করিতে যেন বিষাক্ত নাগ আমার হৃদয় ভেদ করিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিতে লাগিল। বুঝিলাম আমার চিরসঞ্চিত আশালতা একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গেল। অয়ি জীবিতেশ্বর! অধিক বলিব কি, এ জগতের সমস্ত সুখ সম্পত্তি ও মাতা পিতা গুরুজনাদির স্নেহ এবং অবলা বালার এই নব কলেবর হলাহলধর ফণিনিচয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন আমি অধীরা হইয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই যেন আমি আপনাকে অবলোকন করিতে লাগিলাম। আমার নৈসর্গিক বুদ্ধির কার্য্য সকল বিপর্য্যয় হইতে লাগিল। অন্তঃপুর-মধ্যে অবস্থিতি করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। আমায় যেন অসংখ্য বিষধর বৃশ্চিকাদিতে নিয়ত দংশন করিতে লাগিল। তখন অসহনীয় যন্ত্রণায় অধীরা হইয়া সরলা গরলা সহ পরামর্শ-পূর্ব্বক পিতা মাতার অনুমতিক্রমে এই চিত্তরঞ্জনোদ্যানে উপস্থিত হইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে সরলা গরলা সহকারে এই উদ্যানে আসিয়া থাকিতাম। ঐ দিন ঐ ছলক্রমে অত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া গোপনে একটী ভয়ানক কার্য্য সাধনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছিলাম,

কিন্তু দৈব আমায় পুনরায় উৎকণ্ঠিতা করিল। যখন ঘোরতর মেঘের সহিত বারি-বর্ষণ, অশনিপাত, ও ঝঞ্ঝাবায়ু বহিতে লাগিল, তখন আপনার ভাবি বিপদ আশঙ্কায় এই অভাগিনী ঐ ভাবি বিপদের ভাগিনী হইতে বিশেষ চেষ্টিতা হইল। আর তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে না পারিয়া দুর্যোগ উপশম না হইতেই সরলা গরলাকে কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বহুমূল্য রত্ন সংগ্রহ ও রক্ত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ত্রিশূল-হস্তা হইয়া ভৈরবী-বেশে নিশি-শেষে আপনার উদ্দেশে গৃহনির্গতা হইলাম। পরে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দিবাকর সুপ্রকাশ হইল। সূর্য্যের কিরণে বনানী দীপ্তি লাভ করিলে, স্থানে স্থানে কর্দ্দমচিহ্নে জলোত্তীর্ণ সদৃশ এক যুবাকে দেখিলাম; তিনি এক যুবতীকে ভবদীয় নীর-নিপতনের বিষয় পরিচয় প্রদান করিতেছেন, এবং তাঁহারও জল-মগ্নের কথা বলিতেছেন। আমি তাহা শ্রবণমাত্র কেমন একরূপ হইয়া ক্ষণকালও তথায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া দ্রুতবেগে স্রোতস্বতীর তীরস্থ হইলাম, এবং ভাগীরথী-তীরস্থ মুমূর্ষু ব্যক্তিপ্রায় সেই কূলবতীর কূলে কি করিয়া-ছিলাম ও কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। পরে দেখিলাম যে, আমি ধূলায় ধূষরিতা কূলে পতিতা রহিয়াছি; এবং বোধ হইতে লাগিল

আপনি যেন আমাকে বলিতেছেন, প্রিয়ে বিদ্যুল্লতে! আমি জলোত্তীর্ণ হইয়াছি, ধরাসন হইতে গাত্রোত্থান কর, তোমার ভয় কি? তখন আমি চারিদিক অবলোকন করিয়া জনশূন্য কেবল সেই তরঙ্গিনীকেই সম্মুখস্থ দেখিলাম। পরে তাঁহাকে বিনীতভাবে কহিলাম, মাতঃ তরঙ্গিণি! আমি ত আপনার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, তবে কিনিমিত্ত আপনি এই অবলা বালার কপালে সিন্দূরবিন্দুর বিনিময়ে অনল জ্বালিয়া দিলেন। মাতঃ! তোমার জীবনে যদি আমার জীবনকান্তের জীবনান্ত হইয়া থাকে, তবে আমার এ পাপজীবনে কি প্রয়োজন আছে? এই বলিয়া গলাঞ্চলে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কহিলাম, হা মাতঃ! হা তাত! আপনাদিগের আদরিণী বিদ্যুল্লতার অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুমতি হউক। এই পাপিনী সেই রাজপুত্র বিজয়কেতুর অনুসন্ধানে চলিল। এই বলিয়া কল্লোলিনীর হিল্লোলে তনুত্যাগ-বাসনায় ঝম্প দিতে উদ্যতা হওয়ায় কে যেন আমায় কহিল "কুমারি! কি কর কি কর, তোমার প্রিয় কান্তের অনুসন্ধান কর, তিনি জলোত্তীর্ণ হইয়াছেন।" আমি পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম, এবং সহসা একটী বিষয় আমার স্মরণ হওয়ায় আমি আর আত্মঘাতিনী হইলাম না। তখন সেই কূলবতীর কূলে কূলে আপনার অনুসন্ধান করিতে

লাগিলাম। পরে সে কূল আমায় অনুকূল না হওয়ায় ব্যাকুলচিত্তে অপর কূলে উত্তীর্ণ হইলাম। কিন্তু এই আকুলা কুলনন্দনার প্রতি সে কূলও প্রতিকূল হওয়ায় অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক মহাশয়ের উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। হে জীবিতেশ্বর! বনানী পর্য্যটনের বিষয় আপনাকে কি আর অধিক বিদিত করিব, আপনি তাহা বিলক্ষণরূপেই অবগত আছেন। ক্রমে দিবাবসান সময়ে আমি সেই মহারণ্যে প্রবেশ-মাত্রই সেই নৃশংস নিষাদগণ আমাকে আক্রমণ করিয়া কহিল, তুমি কাহার কামিনী? কোথা হইতে কি সাহসে এই ঘোরতর নিবিড় বন মধ্যে উপস্থিত হইলে? আমি সেই দুর্ব্বৃত্তদিগের বিকট ও কদর্য্য ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শনে প্রাণের প্রত্যাশায় পরাঙ্মুখ হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে পরম পিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। হৃদয় ব্যাকুলিত, নেত্র নিমেষশূন্য, ওষ্ঠাধর শুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া কম্পিতকলেবরে পতনোন্মুখী হওন কালে সেই পরমপবিত্র জগৎপিতার কৃপায় সহসা নীতিজ্ঞ-দিগের উক্তি আমার চিত্তে উদয় হইল। তখন আমি উপস্থিত ভয়কে ভয় না করিয়া ভয়কে জয় করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমায় মৌনবতী দর্শনে ঐ পাপাত্মারা সম্মুখীন হইয়া দুষ্ট অভিসন্ধির অভিপ্রায়ে আমাকে পরিহাসচ্ছলে ব্যঙ্গবাক্যে রঙ্গ

করিতে লাগিল। তখন আমি স্থির ভাব অবলম্বনে নিতান্ত অক্ষম হইয়া সাহসে নির্ভর ও জগদীশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক হস্তস্থিত ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া বিকৃতস্বরে ভয়ানক চিৎকারের সহিত হুহুঙ্কার-রবে কহিলাম, রে আশুমৃত্যু পাপিষ্ঠ দুরাচার হতায়ুর্গণ! আমাকে স্পর্শ করিলে বজ্রতুল্য এই শূলদণ্ডে তোদের মুণ্ড খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সমস্ত নিষাদকুল সহিত এই বনভূমী বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিব। আহা! করুণানিধান করুণাময়ের কি অনির্ব্বচনীয় করুণা! অভাগিনীর দুঃখসিন্ধুর বেগ দর্শনে সেই কৃপাসিন্ধু অসহায়া অবলার প্রতি এরূপ কৃপারাশি বিতরণ করিলেন যে, সতীত্ব জীবিত্ব ও মহত্ত্ব রক্ষার এক মহৎ উপায় উপস্থিত হইল। ঐ সময় গগনমণ্ডল ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, আমার বাক্যের শেষ হইতেই ঘোরতর গভীর মেঘগর্জ্জনের সহিত প্রলয় কালের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দে ঐ মহারণ্যে এক বজ্র নিপতিত হইল। তখন সকলেই ভয়াকুলচিত্তে স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হৃদয়বিদারক ঐ অশনির শব্দে আমিও স্তব্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু ঐ পাপাচারদিগের ঐরূপ অবস্থা দৃষ্টে পরম পিতা পরমেশ্বরকে মানসে কোটি কোটি প্রণামানন্তর পুনরায় ঐরূপ ভীষণ স্বরে কহিলাম, রে দুর্বৃত্তগণ! যদি তোদের বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে আমার পাদপদ্মে

মস্তক বিক্রয় করিয়া আমাকে জননী সম্বোধন কর। তখন নিষাদেরা সাতঙ্ক অন্তরে "মা মোদেরঘরে রক্ষা কর মা, মোদেরঘরে রক্ষা কর" এই বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধ শ্বাসে আমার নিকটস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম, বৎস সকল! তোমরা স্থির হও, স্থির হও, আমাকে পাপ বাক্য বলাতেই এই ঘটনা হইয়াছে; আমি কৈলাসবাসিনী ভগবতী, আমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম কর, আমি তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব। তাহারা আমার এই বাক্য শ্রবণে, কম্পিত-কলেবরে গদগদ স্বরে কহিল, মা তুই যদি ভগবতী, তবে ধন দান দ্বারা যেরূপে কালকেতুর দুঃখ দূর করেছিলি, সেইরূপ ধন দানে মোদের দুঃখ ঘুচাইতে হইবে; জননি! মোরা তোর অজ্ঞান ছাওয়াল, কি বলিতে কি বলিয়াছি, সে সকল অপরাধ ক্ষমা করে মোদেরঘরে রাঙ্গা পায়ে রাখ। আমি তাহাদিগকে অভয় দানপূর্ব্বক কহিলাম, বাছা সকল! আমি কল্যই তোমাদিগকে ধনদান করিব, অদ্য তোমাদিগের কেহ উপবাস করিয়া রহ, আর আমাকে কিছু বিল্বপত্র আনিয়া দেহ, আমি তোমাদের ধনের জন্য শিব সাধনা করিব। এই বলিয়া গম্ভীরনাদে পরমেশ্বর স্মরণপূর্ব্বক হর হর বিশ্বেশ্বর রবে ভূমিতে ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া উপবিষ্ট হইলাম। তাহারা

সত্বরে বিল্বপত্র আনিয়া আমার সম্মুখে রক্ষা করিয়া ভক্তিসহকারে সকলে আমাকে বেষ্টনপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রহিল। আমি শিব-সাধনার ছলক্রমে ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সেই বিল্বদল আচ্ছাদনপূর্ব্বক রক্ষা করিতে করিতে রজনী সুপ্রভাতা হইল। পরে প্রাতে তাহাদিগকে কহিলাম, তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি উপবাস করিয়াছে সেই ব্যক্তি ঐ বিল্বদল মধ্যে হস্ত নিক্ষেপ করিলেই ধন পাইতে পারিবে। তাহারা কহিল মোরা সকলেই উপবাস করিয়াছি। আমি কহিলাম, তবে সকলেই বিল্বপত্র মধ্যে হস্ত নিক্ষেপ কর। তখন তাহারা বিল্বদল মধ্যে ধন পাইয়া আনন্দে বিমোহিত হওত আমাকে বেষ্টন করিয়া কোটি কোটি প্রণামানন্তর নৃত্য করিতে লাগিল। আমি উহাদিগকে নিতান্ত বশীভূত দর্শনে ভাবিলাম যে, এই পাপাচারদিগের হস্ত হইতে আমার কুলমান ও দেহ প্রাণ নিঃসন্দেহ পরিত্রাণ পাই-য়াছে, আর ইহারা আমাকে যথার্থই ভগবতী বিশ্বাসে যেরূপ বাধ্য হইয়াছে, আমি অনায়াসে ইহাদিগের দ্বারা দিগ্দিগন্তর অনুসন্ধানপূর্ব্বক হৃদয়কান্তের অন্বে-ষণ করিতে পারিব, অতএব এই স্থানেই কিছু দিন আমাকে অবস্থিতি করিতে হইবে। আমি এইরূপ মনে বিবেচনা করিতেছি এমত সময়ে ঐ দুরাত্মারা কহিল, মা ভগবতি! এই বনের কোন্ স্থানে তোর থাকিবার

কুঁড়ে গড়ে দিব ? তাহাদিগের কুটীরের প্রায় এক পোয়া পথ অন্তরে এক নিবিড় বন মধ্যে আমি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলাম। তাহারা সকলেই তৎপর হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, মা ভগবতি ! এই তোর কুঁড়ে গড়ে দিলাম, তুই এই থানে চিরদিন থাক, মোরা ফল মূল বেলপাতা দিয়া তোকে রোজ রোজ পূজা করে যাব।

আমি তখন হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলাম, বৎস সকল ! আমি তোমাদিগকে কালকেতুর ন্যায় এই বনের রাজা করিব, তোমরা যেপর্য্যন্ত না রাজা হও আমি সেই অবধিই এই কুটীরে অবস্থিতি করিয়া শিব আরাধনা করিব। এইরূপে আমি সেই মহারণ্যে বাস করিতে লাগিলাম, এবং তাহারাও আমাকে কখন ভৈরবী, কখন বন্যদেবী, ও কখন ভগবতী বলিয়া পূজার পদ্ধতিক্রমে ফল মূল বিল্বদলাদিতে প্রতিদিন সন্তুষ্টা করিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে পশুপক্ষ্যাদিও বলি প্রদান করিয়া আমার নিকট নৃত্যগীতাদি করিত। পরে সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের পবিত্র করুণারাশির মাহাত্ম্যে এ অধীনী আপনার শ্রীপদপঙ্কজের ভ্রমরিণী হইল।

রাজপুত্র এই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কুমারীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অসংখ্য ধন্যবাদ করিয়া কহিলেন, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তুমি অমানুষ-শক্তি-

সম্পন্না, নতুবা এতাদৃশ অসাধ্যসাধন কার্য্য কি স্ত্রী-জাতির সাধ্য হইতে পারে? প্রিয়ে! আমি বিবেচনা করি তুমি স্বর্গীয় কোন দেবদুহিতা শাপভ্রষ্ট হইয়া এই ধরাতলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। কুমার এইরূপে রাজবালার বিবিধ ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ কুসুম।

তৎপরে রাজপুত্র পুনরায় কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি আমার অনুসন্ধানে যাইবার পূর্ব্বে সরলা ও গরলার সহিত পরামর্শ করিয়া গোপনে কি কার্য্য সাধনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছিলে, আর তাহাদিগকে কি বিশেষ কার্য্যেই বা নিযুক্ত করিয়াছিলে, এবং তটিনী-তটে আত্মবিসর্জ্জনোদ্যম-সময়ে সহসা কি বিষয়টী তোমার স্মরণ হইয়াছিল—এই তিনটী বিষয় শুনিতে আমি নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

নৃপনন্দিনী কহিলেন, অয়ি চিত্তরঞ্জক! ঐ তিনটী বিষয় বিদিত করিতেছি, অধীনীর বাক্যে মনোযোগী হউন। জ্যোতির্জ্জালমালা-বিভূষিত বিমানবিহারী যামিনী-নায়ক চন্দ্র মহাশয় কোন হ্রদে আমোদিনী কুমুদিনীকে বিকসিত দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, ইহা কখন বিকসিত হেলাপুষ্প নহে, সেই দুষ্ট পাপিষ্ঠ রাহু আমাকে গ্রাস

করিবার অভিলাষে ছদ্মবেশে প্রস্ফুটিত কুমুদ ছলে আপনার বদন ব্যাদান করিয়াছে। জ্যোতিষ্পতি এই সিদ্ধান্তে হেলায় হেলাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হইলেন। সেই সময়ে সুধাপান-মানসে একটী চকোরিণী তাঁহার সঙ্গলাভে উদ্যতা হইয়া যাইতেছিল। নৃশংস ব্যাধ না হইলে পক্ষী ধৃত করিতে পারে না, একারণ আমি সরলা গরলার সহিত মন্ত্রণা করিয়া যবনবেশে সেই চকোর পক্ষীটী সেবিকা-জালযোগে ধৃত করিয়া কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছিলাম, এই আমার গোপনীয় কার্য্য। আর ঐ চকোরিণীকেই বিশেষরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য সরলা ও গরলাকে নিযুক্ত করিয়া যোগিনীবেশে গৃহনির্গতা হইয়াছিলাম; এবং কল্লোলিনীর হিল্লোলে আত্মসমর্পণ কালে, পিঞ্জরাবদ্ধ চকোরিণীর কি উপায় হইবে এই বিষয়টী সহসা আমার মনে পড়িয়াছিল, এই আদ্যোপান্ত সমস্ত আপনার শ্রীচরণ নিকটে অকপটে নিবেদন করিলাম।

রা। প্রিয়ে! আমি চকোরপক্ষিণী কখন দেখি নাই, এই কারণে আমার দেখিতে বাসনা হইতেছে।

বি। সখা, আমি দেখাইতে পারি, কিন্তু যদি আপনি চান।

রা। না চাহিয়া চক্ষু মুদে কিপ্রকারে দেখিব?

বি। নাথ! সে চাওয়া নহে, গ্রহণ মানসে চাওয়া।

রা। না না, আমি সে মানসে চাহিব না।

বি। আপনি তাহার দিকে চাহিলেই চাহিতে ইচ্ছা হইবে।

রা। আমি তোমার মত বালিকা নহি যে, পাখীটী লইয়া খেলিব, পাখীটী না পাইলে কান্দিব, ও পাখীর সঙ্গে পাখী হইয়া থাকিব।

বি। সে পাখী পাইলে সকলেই পাখী হইতে ইচ্ছা করে। সে বালক বালিকাদের খেলিবার পাখী নহে, সে পাখী বালক বালিকার বৃক্ষ।

রা। বালক বালিকাদের বৃক্ষ হয় ভালই ত, দুই চারিটা ফল না হয় পাড়িয়া লইব।

বি। আপনি তাহার ফল পাড়িবেন কি আপনার পক্ক বিম্বফলের ন্যায় টুকটুকে ওষ্ঠাধরে পাছে সে চঞ্চু আঘাত করে, এই ভয়ই আমার প্রবল হইতেছে।

রা। প্রিয়ে! তুমি অতি আশ্চর্য্য কথা কহিতেছ, তোমার এমত সুন্দর দাড়িম্ব ফল ফেলিয়া চকোরিণী আমার বিম্বফলে চঞ্চু প্রহার করিবে ইহা অতি অসম্ভব।

বি। ইহা অসম্ভব নহে, ইহা সম্ভব; তাহার খুঙ্গি-ভরা দাড়িম্ব আছে, সে অন্য দাড়িম্বে দৃষ্টিপাত

করে না, সে চকোরিণী সুধার অভিলাষিণী, তোমার মুখচন্দ্রের প্রতিই তাহার লক্ষ্য।

রা। তুমি এরূপ সুচতুরা চকোরিণী সম্মুখে থাকিতে আমার বদন-সুধা অন্য চকোরিণীতে পান করিবে?

বি। সে বড় অন্য চকোরিণী নহে, সে চকোরিণীর জন্য আপনি চকোর হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মহারণ্যে ব্যাধের জালে ধৃত হইয়াছিলেন, সে আপনার আরাধনের ধন, নাট্যশালায় সেতারের সুরে ইতিপূর্ব্বে যাহার গুণানুকীর্ত্তন করিতেছিলেন; সেই চকোরিণী কি সামান্য চকোরিণী।

এই বাক্য শ্রবণে রাজপুত্র সলজ্জ-বদনে নীরব হইয়া রহিলেন।

বি। আর লজ্জায় কাজ নাই; সেই চকোরিণী আনিতে চলিলাম।

রা। অয়ি চারুশীলে! ভৈরবী ও ইন্দুমালিনীর সং ত দুই বার হইয়াছে, এ বার আবার কি সং সাজিতে সাজিতেছ?

বি। এ বার সং সাজিতে সাজি নাই, সং সাজাইতে সাজিয়াছি।

রা। সুন্দরি! সংকে আবার কি সং সাজাইবে?

বি। গ্রাবু খেলার ইস্তক সাজাইব।

রা। প্রিয়ে! তুমি আর আমায় ইস্তক সাজাইবে কি, আমি সেই মহারণ্য ইস্তক ইস্তক সেজেই ত রহিয়াছি।

বি। নাথ, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আপনাকে ইস্তক বিস্তি সাজাইতেছি। এই রঙ্গের টেক্কা আনিতে চলিলাম।

এই বলিয়া রাজকন্যা স্থানান্তরিত হইলে জনৈক পরিচারিকা আসিয়া কুমারের মাধ্যাহ্নিক ব্যাপার সমাধা করাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উদ্যানস্থ সমস্ত ব্যক্তিই অবগাহন ভোজনাদির বাধ্য হইতে লাগিল।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে দিবাকর প্রখরকর-নিকর বিস্তার করত গগনপ্রাঙ্গণে ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে দিগ্বলয় মরীচিকাজালে জড়িত, ধরাতল উত্তপ্ত, ও মধ্যে মধ্যে বহুল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সদৃশ বায়ু বাহিত হইতে লাগিল; পথিকেরা বৃহদ্দ্রুমতলভাগশায়ী হইয়া গতক্লম হইতে লাগিল, আতপতাপতাপিত পশুপুঞ্জ তরুবরচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া লাঙ্গূল সঞ্চালন ও রোমন্থন দ্বারা বিশ্রাম করিতে লাগিল; প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদণ্ডে অণ্ডজকুল শাখি-শাখায় পত্রাবৃত হইয়া চঞ্চুপুটে গাত্র কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল; জলাশয়ে প্রফুল্লনলিনী-

দলচ্ছায়াস্থ সারস ও মরালকুল তৃষ্ণাতুর দ্বিরদগণকে মৃণালার্থী বিলোকনে দ্রুতবেগে স্থলভাগে ধাবিত হইতে লাগিল; করিবরগণের পদপ্রক্ষেপন ও শুণ্ডাস্ফালন দ্বারা বারি সকল তরঙ্গমালায় আলোড়িত হইলে অরবিন্দবৃন্দ দোলায়মান-কৌশলে কুঞ্জরপুঞ্জকে নিষেধ ও হংসব্যূহকে আহ্বান করিতে লাগিল; ভৃঙ্গকুল মত্ত মাতঙ্গদিগের মদগন্ধে লোলুপ হইয়া প্রণয়িনী পদ্মিনীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দন্তীদিগের গণ্ডচুম্বনাশয়ে ঝঙ্কার করিতে লাগিল; পুণ্যাত্মাদিগের দেবালয়ে ও অতিথিশালায় ধমামা ধমামা দামামা-ধ্বনি হইলে নাগা ফকির ভিক্ষুকাদি অতিথিগণ ভোজনার্থ সমাগত হইলে পরিচারকেরা ব্যস্তসমস্তে পরিবেষণ করিতে লাগিল। ভোক্তৃগণ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ইত্যাদি দ্রব্যাদি পরিতোষরূপে আহার করিতে লাগিল। ক্রমে বেলা অবসান হইলে কুলাঙ্গনারা কূলবতীর কূলে গাত্রমার্জ্জন সন্তরণ ও কুম্ভপূরণ প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর হইলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যামাতা সম্মুখীন হইলে যামিনী ও কামিনীগণ নাথসমাগম-বাসনায় আশাপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঊনবিংশ কুসুম।

এখানে যবন যুবা ইন্দুনালিনীর নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি ত আর আমার প্রণয়পথে পদার্পণ করিলে না, এ ক্ষণে তোমাকে অনর্থ কষ্ট দেওয়া অনুচিত, বিশেষ তোমার উদার স্বভাব ও সতীত্বরক্ষার ঐকান্তিকতা দর্শনে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; সম্প্রতি এই অঙ্গুরীটী তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিতেছি গ্রহণপূর্ব্বক এই সখীর সহায়তায় নিজধামে গমন কর; আমি এপর্য্যন্ত যে তোমাকে অত্র স্থলে বন্দীভাবে রাখিয়াছিলাম সেইজন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, সুন্দরি! আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিয়া স্বীয় ভবনে শুভ যাত্রা কর। এই সঙ্গিনী তোমাকে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিবে। আর আমি শুনিয়াছি তোমার নিকটে যে ঘুড়ীর ব্যাপারিণী রহিয়াছে সে উত্তমরূপ গান করিতে পারে, অতএব তাহাকে এক বার গান করিবার অনুমতি করিয়া আমার চঞ্চল চিত্ত পরিতৃপ্ত কর। আমি তাহার পারিতোষিক প্রদানে কোন মতেই অন্যথা আচরণ করিব না। ইন্দুনালিনী ম্লেচ্ছের এইরূপ বাক্যে আকাশে হস্তার্পণের ন্যায় অপরিসীম আনন্দিতা হইয়া উন্মাদিনীকে গান করিবার আদেশপূর্ব্বক যবনদত্ত অঙ্গুরীটী মৃত্তিকা হইতে গ্রহণানন্তর সহ-

চারিণী সহকারে গমনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। উন্মাদিনী ইন্দুমালিনীর আদেশানুসারে গীত আরব্ধ করিল।

এইরূপে ইন্দুমালিনী মেঘমুক্ত শশীর ন্যায়, ব্যাধের পাশচ্ছিন্ন পক্ষীর প্রায়, ও বেদিয়ার হড়পীস্খলিত কৃশাঙ্গিনী নাগিনী সদৃশ, যবনহস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অঙ্গুরী-অঙ্কিত বিজয়কেতুর নামটী পাঠ করিয়া অভূতপূর্ব্ব চমৎকার ও অনির্ব্বচনীয় পুলকে এরূপ পরিপূর্ণা হইলেন, যে তিনি কোথায় যাইতেছেন এবং কোথায় বা ছিলেন তাহা সমস্তই বিস্মৃত হইয়া মৃগতৃষ্ণিত লোচনে সহচারিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখি! তুমি আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছ? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? সঙ্গিনী কহিল, আপনি স্বপ্ন দেখিবেন কেন, আপনি যে অসাধারণ প্রেমানন্দে ভাসিতেছেন আমি সেই আনন্দধামেই আপনাকে লইয়া যাইতেছি। এই সোপান আরোহণ করুন, পদসঞ্চালন দ্বারা এই সোপানাবলী অতিক্রম করিলেই সুখ-সোপান পরিপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই বলিয়া বিলাসভবনের নাট্যশালায় ইন্দুমালিনীকে প্রবেশ করাইয়া কহিল, যুবরাজ! রাজবালা এই চকোরিণীকে আপনার শ্রীকরে সমর্পণ করিয়াছেন, ক্রীত দাসীর কোটি কোটি প্রণামের

সহিত পক্ষীটীকে পরিগ্রহ করুন। দাসী এই বলিয়া যবন যুবার নিকট ফিরিয়া গেল। কুমার যে ইন্দু-মালিনীর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাহার বদনেন্দু হইতে সুধার ভাষা ও মধুর হাসি শ্রবণ ও দর্শনাভিলাষে তুরঙ্গারূঢ় হইয়া মন্ত্রিপুত্র সহকারে ধর্ম্মপুর নগরীতে প্রতিদিন ভ্রমণ করিতে যাইতেন, যে ইন্দুমালিনীর সমাগম-লালসায় পিতা মাতার অভেদ্য বাৎসল্য স্নেহের সহিত রাজ্যভোগে ও রাজবালা বিদ্যুল্লতার পরিণয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া অভিসারস্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন, যে ইন্দুমালিনীর আসার আশায় হতাশ হইয়া পরি-শেষে জলমগ্ন, অরণ্যবিহারী ও নিষ্ঠুর নিষাদ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন, যে ইন্দুমালিনীর প্রত্যাশায় কাল্পনিক ইন্দুমালিনীর সহবাসে জীবনের সার্থকতা ও তদ্বিরহে হাহাশব্দে রোদন করিয়াছিলেন, যে ইন্দুমালিনীর প্রতিমূর্ত্তি কুমারের চিত্তপট হইতে এপর্য্যন্তও নিরঙ্কিত হইতে পারে নাই, যে ইন্দুমালিনীর অনুসন্ধান পাইবার প্রত্যাশায় ভৈরবীর সঙ্গলাভ-লাল-সায় এই চিত্তরঞ্জনোদ্যানের বিলাসভবনের নাট্য-শালায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং যে ইন্দুমালিনীর গুণানুকীর্ত্তন সেতার সহায়ে হইতেছিল, অদ্য সেই ইন্দু-মালিনীকে দর্শন করিয়া কুমারের আনন্দ-সাগরের এরূপ বেগ বর্দ্ধিত হইল যে, তাঁহার ক্লেশ চিন্তা উৎকণ্ঠা

ও দুঃখের নগর সকল জলপ্লাবিত হইয়া কোথায় যে ভাসিয়া চলিল তাহার আর নিরূপণ নাই। তিনি অনন্যমনে ও নিমেষশূন্যলোচনে ইন্দুমালিনীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, তাঁহার নয়নযুগল আনন্দ-বারিতে অভিষিক্ত হইতে লাগিল। কুমার প্রথম প্রিয়াকে স্বাগত সম্ভাষ করিবেন, কি কর ধারণপূর্ব্বক যথাস্থানে উপবেশন করাইবেন, কি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এইরূপ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাষ্পকণ্ঠে কি কহিলেন তাহা কোন ক্রমেই কুমারীর কর্ণগোচর হইল না; কারণ তাঁহার অবস্থাও তখন ঐরূপ; তিনি একতাননে কুমারের চন্দ্রানন যতই দেখিতেছিলেন, ততই তাঁহার চকোরিণীতুল্য নেত্র হইতে মুক্তাবলির ন্যায় বাষ্পধারা নিপতিত হওয়ায় বোধ হইল যেন কুমারীর নয়নচকোর কুমারের বদন-চাঁদের এরূপ সুধাপান করিতেছিল যে তাহার চঞ্চুসৃক্কনী হইতে সুধার সু-ধার দরদরিতরূপে ক্ষরিত হইয়া মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় কুমারীর বক্ষঃস্থলে রমণীয়-দর্শন হইয়া উঠিল।

উভয়ের এইরূপ ভাব ভঙ্গি অবলোকন করিয়া পিঞ্জরস্থ শুক পক্ষী শারিকার প্রতি কহিতেছে।

শুক শারিকার কথোপকথন।

শুক কহিতেছে, প্রিয়ে শারিকে! বিরহব্যথিত নায়ক নায়িকাদিগের নেত্রধারা যদিচ নিয়ত নিপতিত হয় বটে, কিন্তু এক্ষণে সম্মিলন-সময়ে যে সেই ধারা দর-দরিতরূপে প্রবাহিত হইয়া উঠিতেছে ইহার কারণ কি? অহরহঃ বিরহ-তাপে বাষ্প বিসর্জনবশতঃ নয়নের কি নীর-নিঃসরণ স্বভাব হইয়া গিয়াছে, না উভয়ের প্রণয়-অপাংনিধি উচ্ছলিত হইয়া অক্ষি-কক্ষে বেগে ধাবিত হইতেছে। প্রাণপ্রিয়ে! ইহার যাথার্থ্য বলিয়া আমার সংশয় অপনোদন কর।

সারিকা কহিল, হে হৃদয়-সুশীতল! আপনি যাহা বলিতেছেন ইহা সম্ভব বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় উভয়ের তাপিত কলেবরের সুশীতলতা-সম্পাদনে নেত্র-গণ সদয় হইয়া নিরন্তর নীর নিপাতন করিতেছে, অথবা প্রণয়-পথের প্রধান দস্যু নৃশংস বিচ্ছেদকে স্মরণপূর্ব্বক প্রেমের স্থায়িত্বপক্ষে হতাশ হইয়া উভয়েই রোদন সার করিয়াছেন। প্রিয়তমা শারিকার এইরূপ অনুমান অনুধাবনানন্তর শুক কহিতেছে, হে চিত্তানন্দদায়িনি! তোমার এই সুধাসিক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু আমি এই স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে, উভয়ের হৃদয়াকাশে

সম্মিলন-কাদম্বিনী সমুত্থিতা হওয়ায় অশ্রুপাত-কৌশলে আনন্দোদক বর্ষণ হইতেছে।

শারিকা প্রাণবল্লভের এতাদৃশ অমৃতময় বচন শ্রবণ করিয়া পুনরায় বলিল, হে প্রিয়দর্শন! তাহা নয় তাহা নয়, আমি এই বার যথার্থ তথ্য অনুভব করিয়াছি, প্রকাশ করি, শ্রবণে কৃপান্বিত হউন। শুক কহিল, সুধাকণ্ঠি! বল বল।

শারিকা কহিল, হে দেব! শ্রবণ করুন। সরস কাষ্ঠ হুতাশনে দগ্ধ হওনকালে ঐ কাষ্ঠস্থ রস সকল যদ্রূপে বাষ্পাকারে স্বতন্ত্রিত হইতে থাকে, তদ্রূপ সেই নর-নারী-ঘাতক দস্যু-ভস্মরাশির দীপিত সায়কাগ্নিতে রসরাজ ও রসবতীর সরস দেহ পরিদগ্ধ ও দহ্যমান হওয়াতেই বাষ্পরস বিগলিত হইয়া নয়নদ্বার বহিয়া পড়িতেছে, এবং ঐ কন্দর্পের বাণানলে পরস্পরে দ্রবীভূত হইয়া বিশুদ্ধ সম্মিলন অভিলাষে নেত্রোদকচ্ছলে ক্রমে ক্রমে গলিতেছে।

শুক কহিল প্রিয়ে! তুমি যাহা বলিতেছ ও আমি যাহা বলিয়াছি, এ সমস্তই ভ্রান্তিমুলক। এক্ষণে আমি যথার্থ উহাদিগের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়াছি, প্রকাশ করি, স্থির-চিত্তে শ্রবণে মনোযোগী হও। দেখ প্রিয়ে! আমরা পরস্পরে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া স্পর্শন ক্রিয়ার অভাবে কেবল দর্শন-অনলে পরিদগ্ধ হইতেছি, কুমারী কুমারের

সুকুমার হৃদয়ে এই মর্ম্মান্তিক বক্ষোবিদারক যন্ত্রণা একান্তই অসহ্য হওয়াতে তাঁহারা পরস্পরে নয়নজলে ভাসিতেছেন ; ইহার আর তিল মাত্র ভুল হইতে পারে না। এক্ষণে যে কোন উপায় দ্বারা যদি তুমি আমার পিঞ্জরে প্রবেশ করিতে, অথবা কোন কৌশলক্রমে আমাকে তোমার পিঞ্জরে লইতে পার, তাহা হইলে আমাদিগের ও উহাদিগের এই অভাবনীয় ভাবের অভাব হইয়া সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইয়া উঠে।

রাজপুত্র ও ইন্দুমালিনী যদিচ তৎকালোচিত স্বভাবসূত্রে উহাদিগের বাক্যে অমনোযোগী ছিলেন বটে, কিন্তু শুক শারিকার এই বাক্যগুলি শ্রবণ মাত্র মধুর হাস্যে উভয়েরই কমলাস্য ঈষৎ স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন বাস্তবিক পূর্ব্ব রূপের রূপান্তর হইয়া তাঁহারা এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব রূপের আধার হইয়া উঠিলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস তিরোহিত, নেত্রনীর লুক্কায়িত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্পন্দিত, নয়ন পুলকিত, বাক্য স্ফুরিত ইত্যাদি স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উভয়েই উভয়কে ও শুক শারিকাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র ইন্দুমালিনীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! আমি তোমার এই শিরীষকুসুমসুসম বিমল কোমল করকমল স্পর্শে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখের নিধান হইতেছি, তোমার অনুরাগানুরোধে কাল্পনিক ইন্দুমালিনীকে দুইবার স্পর্শ

করায় এ সুখের কণামাত্রও আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অদ্য আমার কি শুভ দিন, কি পরম সৌভাগ্য, তোমার দর্শন স্পর্শনাদি দ্বারা আমার দেহ মনঃ পরম পবিত্র হইল। সুন্দরি! এস এস, এক্ষণে শুক শারিকাকে এক পিঞ্জরে সুরক্ষিত করি। এই বলিয়া কুমার শুক পক্ষীকে শারিকার পিঞ্জরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

ইন্দুমালিনী এই অভাবনীয় ঘটনায় অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কুমারের বাক্যে কোন উত্তর না করিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, যে দুষ্ট যবন ইহাঁর নামাঙ্কিত অঙ্গুরি কি উপায়ে পাইল, এবং ইনিই বা অত্র স্থলে কি প্রকারে উপস্থিত হইলেন। শুনিয়াছি অদ্য তিন দিবস রাজবালা বিদ্যুল্লতার সহিত ইহাঁর পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে, এবং করধারণপূর্ব্বক আমাকেও নিকটে বসাইতেছেন; স্ত্রীজাতি-সুলভ-অল্পবুদ্ধি জন্য ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় আমি স্বপ্ন দর্শন করিতেছি, নতুবা এই যবনহৃতা মহাপাপিনী হতভাগিনীর ভাগ্যে কি রাজকুমারের সমাগমলাভ হইতে পারে? মণিহারা তাপিনী নাগিনী কি হৃত মণি পুনঃ প্রাপ্ত হয়। এক বার ইহাঁর সঙ্গলাভ-লালসায় যবনহস্তে ন্যস্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া এইমাত্র নিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছি, অদ্য আবার সেই সঙ্গ বিশেষরূপে

ঘটিতেছে, না জানি অদৃষ্টে কি ঘটনাই ঘটে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সলজ্জবদনে মৃদু মধুরস্বরে মনের ঐ সকল ভাবগুলি কুমারের নিকটে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র যদিচ বিদ্যুল্লতার রূপ গুণ বুদ্ধি চাতুরী স্নেহ প্রণয় ও উদার স্বভাবাদির গুণে নিগূঢ় রূপে আবদ্ধ আছেন, তথাচ ইন্দুমালিনীর বদনেন্দুক্ষরিত সুধাশোধিত বাক্য কয়েকটী আকর্ণন করিয়া তিনি স্বর্গসুখের সোপান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। কুমার দুই করে কুমারীর কপোলদ্বয় ধারণ ও নেত্র প্রতি নেত্র সমর্পণ করিয়া আপনার মৃগয়া-যাত্রা হইতে জল মজ্জনের বৃত্তান্ত, ভৈরবী-নিষাদ-ঘটিত ব্যাপার, ও কাল্পনিক ইন্দুমালিনীর সঙ্গলাভ প্রভৃতি রাজবালা বিদ্যুল্লতার পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! তুমি যবন কর্ত্তৃক অপহৃতা হও নাই, স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে বিদ্যুল্লতাই তোমাকে এপর্য্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, পরে আমাকে নিতান্ত ইন্দুমালিনীগত-প্রাণ বিবেচনা করিয়া অদ্য আমার হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছে। আর মহারণ্যে ঐ বিদ্যুল্লতা তোমার বেশধারিণী হইয়া আমার যে হারাঙ্গুরি গ্রহণ করিয়াছিল সেই হারাঙ্গুরির মধ্যে অঙ্গুরিটী তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। এই বলিয়া অঙ্গুরিটী ইন্দুমালিনীর অঙ্গুলিতে পরাইতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, প্রিয়ে!

তোমাকে আবদ্ধ রাখাতে বিদ্যুল্লতা যদিচ সহস্র অপ-রাধের অপরাধিনী বটে, তথাপি পুনরায় তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করাতে তাহার বুদ্ধিনৈপুণ্যের ও উদার চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হইবে।

ইন্দুমালিনী রাজপুত্রের সমস্ত কথা স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিতেছিলেন, কিন্তু বিদ্যুল্লতার প্রশংসা তাঁহার কর্ণ-কুহরে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল। কুমার ও তাঁহার প্রণয়ের ব্যবধানস্বরূপ যে বিদ্যুল্লতা ছলকৌশলক্রমে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া স্বয়ং কুমারের সহচারিণী হইবার মানসে কুমারের সমস্ত বিপদের আকর হইয়াছিল, রাজপুত্র সেই বিপদোৎ-পাদিনী বিদ্যুল্লতার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, আবার অম্লানমুখে তাঁহার প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণে ইন্দুমালিনীর ওষ্ঠাধর স্পন্দিত, হৃদয় ব্যাকুলিত, নেত্র রক্তোৎপলবৎ ও মধুরমূর্ত্তিও বিলক্ষণ উগ্রতাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সপত্নীজাত ক্রোধে সন্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় টল টল করিতে লাগিলেন, এবং বলপূর্ব্বক কুমারের কর হইতে স্বকর আকৃষ্ট করিয়া অঙ্গুরি উন্মোচন ও কুমারকে প্রত্যর্পণানন্তর কহিলেন, কুমার! ম্লেচ্ছ জাতিরা ভক্ষণাশয়েই তাম্রচূড় পক্ষী প্রতিপালন করিয়া থাকে; অরণ্যবাসিনী হিড়িম্বা রাক্ষসী কন্দর্পের দর্প-তাড়িত বৃকোদরের রূপমাধুরীতে বিমোহিতা হইয়া অপত্য-

লালসাতেই পুণ্যবতী কুন্তীদেবীর অপত্যগণকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল। অতএব বনবাসিনী বিদ্যুল্লতা ইন্দুমালিনীর বেশে আপনার মন হরণ করিবার মানসেই ভৈরবীরূপে নিষাদহস্ত হইতে মহাশয়ের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। এই বলিয়া বসনাচ্ছাদিতবদনে দূরাসনে সমাসীনা হইলেন। কুমার ইন্দুমালিনীকে মানময়ী দেখিয়া মানভঞ্জনানুষ্ঠানে উদ্‌যোগী হইলেন। ক্রমে ছলে বলে কলে কৌশলে অভিমানিনীর দুর্জ্জয় মানকে জয় করিতে না পারিয়া মহাকবি জয়দেব-বিরচিত মানভঞ্জন পদ্ধতিতে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িলেন। তখন ইন্দুমালিনী বাষ্পকণ্ঠে কহিলেন, রসরাজ! ছি ছি! কি করেন! এ কার্য্য করিতে নাই, আমি সামান্য মানবী, আপনার দাসীর যোগ্যও নহি, আপনার এই অমল-কমল-তুল্য কোমল কর কি আমার চরণে সম্ভবে, ছি ছি মহাশয়! কাঞ্চন কখন কাচে শোভা পায় না, সূর্য্যের কিরণ পদ্মবনকেই শোভাশালি করে, শুভাঞ্জনে সুরঞ্জন হয় না; আপনার দুটী চরণে ধরি, আমার পদ ছাড়িয়া দিউন, এ দাসীরে আর ঘোর নরকে নিপাতিতা করিবেন না, বিশেষ আমি অবিবাহিতা, আমাকে আর স্পর্শ করা আপনার উচিত কার্য্য নহে। কুমার ইন্দুমালিনীর এই বাক্য শুনিয়া তাঁহার চরণ ত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিলেন, যে এইবার চরণে পতিত হইয়া রহিব, ইহাতে যদি আমার প্রতি সরল ভাব

প্রকাশ না করেন, তবে প্রাণ পরিত্যাগের উপায় চিন্তা করিব। কুমার এই মানসে যেমন দেহকে অবনত করিলেন, অমনি তাঁহার কণ্ঠস্থ ফুলহার ইন্দুমালিনীর গলদেশে নিপতিত হইল। তিনি মানভরে নম্রবদনা থাকা প্রযুক্ত হার যে স্বয়ংই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছে ইহা তিনি না জানিয়া কুমারের প্রতি কহিলেন, অয়ি বিদ্যুল্লতাবল্লভ? আপনি কি করিলেন, আমার গলদেশে হারার্পণ করিলেন কেন? আপনার সোহাগিনী বিদ্যুল্লতা ইহা শুনিলে যে অনর্থের সীমা থাকিবে না। তখন রাজপুত্র কহিলেন, প্রিয়ে সুধাভাষিণি! আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে তোমার গলদেশে মাল্য সম্প্রদান করিয়া প্রেমানন্দে তোমার দত্ত বরমাল্য গ্রহণ করি, কিন্তু আমি তোমার অনুমতির অবাধ্য নহি, এই হার আমি তোমার গলদেশে সমর্পণ করি নাই, আমার প্রতি তুমি নিতান্ত নির্দ্দয়া হইয়াছ দেখিয়া আমার কণ্ঠস্থ হার তোমার কর্ণকুহরে কোন সৎ পরামর্শ দিবার জন্য স্বয়ং তোমার কণ্ঠদেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ইন্দুমালিনী কহিলেন, সখা! তা নয়, তা নয়, আমি আপনার অভিসন্ধি বুঝিয়াছি, আপনি বিদ্যুল্লতার সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমার প্রাণনাশ-মানসে কাম-কালকূট-ভূষিত ভুজঙ্গিনীকে মাল্যদাম-ছলনায় আমার গলদেশে সমর্পণ করিয়াছেন! এই ফুলহারস্বরূপ কাল-

নাগিনী অবশ্যই অনঙ্গের তূণীবিবরে ছিল, ইহার আর কোন সন্দেহ নাই। এই দেখুন আমার হৃদয়ে দংশন করিল। কুমার! আমার মন কেমন করিতেছে, উহু মরি! উহু মরি! আমার প্রাণ যায়, নিদারুণ মদনবিষে আর যে বাঁচি না, মলেম যে। এই বলিয়া কুরঙ্গকেলিভৃত লোচনে মদনবিষ-বিনাশক কুমারের বদন-সুধার অভিলাষে তাঁহার চন্দ্রানন প্রতি বিলোকন করিয়া রহিলেন। কুমার তৎকালজাত সেই ভঙ্গিমা ও কটাক্ষেতে অভূতপূর্ব্ব মোহন মাদকে বিমোহিত হইয়া কহিলেন, চারুশীলে! তোমার বদন-সুধার সু-ধার ক্ষরিত হইলেই ঐ কাম-রূপা নাগিনীর গরল বিনষ্ট হইবে; সুন্দরি! দেখ দেখ সর্পকুল নির্ম্মূল করণ মানসে তোমার নাসায় নাসা মিশ্রিত করিয়া বদন-সুধাকরে গরুড় বিহঙ্গম বিরাজমান করিতেছেন, প্রিয়ে! ভয় নাই। ভয় নাই এই বলিয়া কুমারীর কর ধারণ করিলেন।

কিশোরের করস্পর্শে কিশোরীর কি শরীর কি হইয়া কদম্ব-কেশরের ন্যায় শিহরিয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর ও রসনা ঈষৎ শুষ্ক হইতে লাগিল, হৃদয় নিতম্ব ও উরু স্পন্দিত ভাব ধরিল, নিঃশ্বাসের দীর্ঘতা ও বাক্যের জড়তা হইতে লাগিল। নৃপনন্দন ইন্দুমালিনীর সেই অধীরা-বস্থা অবলোকন করিয়া আপনিও তদবস্থায় দক্ষিণ করে তাঁহার উরুদ্বয়াদি ও বাম বাহুবল্লি দ্বারা গ্রীবাদি

সমস্ত অঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক আপনার হৃদয় ক্রোড়ের মধ্যভাগে ধারণ করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করাইয়া দিলেন। কুমার শৈশবকালে মাতা পিতা বা ভৃত্যাদির অঙ্কে থাকিয়া বালস্বভাবসুলভ যে চাঁদ ধরিতে চাহিতেন, কুমারের সেই আশাটী অদ্য সম্পূর্ণরূপেই পরিপূরিত হইল। আর ইন্দুমালিনী-প্রাপ্তি-লালসায় কুমারের অভিসার স্থানে উপস্থিতি, পাত্রপুত্র সহ জলমজ্জন, তদনন্তর অরণ্যভ্রমণ ও নিষাদহস্তে পতন ইত্যাদি নানা বিধায়ে যে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা হইয়াছিল, অদ্য ঐ সরলহৃদয়াকে হৃদয়ে স্পর্শ করিয়া তাঁহার ঐ যন্ত্রণার বিনিময়ে পরম সৌভাগ্যের খনি প্রকাশ হইল। রজতপর্ব্বতনিভ শশাঙ্কশেখর সতীশোকে বিকলকলেবরে ধ্যানপর হইয়া মহাতপের ফলস্বরূপা হিমালয়-আলয়ে হৈমবতীকে প্রাপ্ত হইয়া আশুতোষ যেমত আশুতোষ হইয়াছিলেন, নৃপনন্দন অদ্য সেই সদানন্দসদৃশ সদানন্দে বিমোহিত হইয়া দশ দিকে স্বর্গ-সোপান অবলোকন করিতে লাগিলেন। ইন্দুমালিনী, পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে অঙ্কিত হওয়ায় তাঁহার বসন ভূষণ স্বেচ্ছাচারি থাকায়, কুমারের মনোহারিণী ও আদরিণী হইয়াছিলেন। কুমার কুমারীর শয্যাশায়ী রহিবেন কি উপবিষ্ট হইবেন ইহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া একতানমনে কুমারীর প্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

ইন্দুমালিনী কহিলেন, মহাশয়! আপনি কি বিদ্যুল্লতার শাসন-আশঙ্কাতেই শয়নোপবেশনবর্জ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! যে দিন হইতে আমি অশ্বপৃষ্ঠে তোমাকে প্রিয় দর্শন করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার চিত্ত-সুবর্ণে তোমার এই সুবর্ণমোহিনী মূর্ত্তিটী অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি। সুন্দরি! বিদ্যুল্লতার প্রণয়রস এখনও তাহাকে দ্রবীভূত করিতে পারে নাই এবং অন্য সোহাগেও গলিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয় নাই; যদি তোমার দেখিতে বাসনা থাকে আমার হৃদয় বিদারণ করিয়া দেখ। ইন্দুমালিনী কহিলেন, প্রিয়সখে! আপনার হৃদয় বিদারণ করিয়াই বা দেখিতে হইবে কেন? আমি যে আমার হৃদয়েই আপনাকে সর্ব্বক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছি, আপনি সেই সোহাগিনী বিদ্যুল্লতাকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আমার হৃদয়ে সততই সুখে বিরাজ করিতেছেন। দেখুন দেখুন, সেই কারণে আমার হৃদয় কত ভারাক্রান্ত হইয়াছে। "আদরিণি! দেখি দেখি তোমার হৃদয় কিরূপ ভারাক্রান্ত হইয়াছে" কুমার এই বলিয়া ইন্দুমালিনীর বক্ষে কর প্রদান করিলেন। ইন্দুমালিনী অমনি ঈষৎ-হাস্য-বদনে, কাল্পনিক ক্রোধের সহিত, কি করেন কি করেন বলিয়া মিথ্যা লজ্জার অনুবর্ত্তিনী হইলেন, এবং যত্নবিরহিত ভাবে অঙ্গাদিতে বস্ত্রাচ্ছাদন-কৌশলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া

কুমারকেও পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। সেই কালে ইন্দুমালিনীর মণিমুক্তাগ্রথিত মাল্যদাম অধিকতর চঞ্চল হওয়ায় একখানি হীরকখণ্ড কণ্ঠচ্যুত হইয়া নিকটস্থ সেতারের উপর পতিত হইলে, সেতারটীর সে তারটীর বক্ষ হইতে ঝণৎকার রবউথিত হইল। পরে সেই ধ্বনিতে ঐ ধনী কি ধ্বনি বলিয়া রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করায়, কুমার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। কুমার কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এইমাত্র বলিয়াছ আপনি বিদ্যুল্লতাকে হৃদয়ে লইয়া আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকায় আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া সেতারটী অব্যক্ত ধ্বনি দ্বারা কহিল, ইন্দুমালিনী দেখ আমি সুরের অনুরোধে যুড়ি, খরচ, পঞ্চম, প্রভৃতি পাঞ্চটী তারকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, আর তুমি বিদ্যুল্লতার সহিত রাজপুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পার না, ছি ছি! ইহা অতি লজ্জাকর কথা। হে ইন্দুমালিনি! বিদ্যুল্লতা তোমার সহিত রাজপুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আবার নির্জ্জনে তোমার হৃদয়ে রাজপুত্রকে সমর্পণপূর্ব্বক আপন হৃদয়ে বিরহের পাষাণ রক্ষা করিয়াছেন, হায় হায়! বিদ্যুল্লতা কি সরলস্বভাবা। ইন্দুমালিনী কহিলেন, কুমার! তা নয় তা নয়, সেতারের অব্যক্ত ধ্বনির ভাব আপনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তাহার যথার্থ অর্থ আমি প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ করুন। মহাশয়! যখন

আমার হৃদয়ে করার্পণ করিয়াছিলেন, তখন আমি ব্যস্ত ভাবে গাত্রোত্থান করায় বোধ হয় আমার কণ্ঠ হার বিচ্যুত অথবা কাঁচলিস্খলিত হীরকখণ্ড সেতারের বক্ষরক্ষিত সুরের উপর পতিত হওয়ায় সেতার ঝঙ্কারের সহিত তিরস্কার করিয়া ঐ মণিখণ্ডকে কহিল, হে নির্লজ্জ মণি! তুমি কুমারীর কণ্ঠস্থ বা বক্ষঃস্থ ভূষণ কি বসনের স্বর্ণতারের গ্রন্থি ছেদন করিয়া আমার বক্ষঃস্থ লৌহ তার লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছ, তোমায় ধিক্, তোমায় ধিক্। সুতরাং একের হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যের হৃদয়ে বাসের বাসনা করে, সেই সরমচ্যুত ব্যক্তিকে অবশ্যই ধিক্কারের ভাজন হইতে হয়। কুমার কহিলেন, জীবিতেশ্বরি! সেতারের অব্যক্ত ধ্বনির ওরূপ মর্ম্ম নহে, উহার স্বরূপ মর্ম্ম আমি বিশেষপ্রকারে প্রকাশ করি, শ্রবণে মনোযোগী হও। সেতার কহিল, আমি মণিময়-মেখলা-বিরহিত তুম্বি-নিতম্ববিশিষ্ট পিত্তল-লৌহ-তার-জড়িত সামান্য কাষ্ঠ-খণ্ড হইয়াও কুমারের সুকুমার কর গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ কুঞ্জরকুম্ভগঞ্জিত মণিদামসিঞ্জিতগমনা-ন্দোলিত নিতম্বদ্বয় ও অমূল্যরত্নরঞ্জিত কমলকোরক-লাঞ্ছিত রতিপতিবাঞ্ছিত কুচদ্বয়বিশিষ্টা হইয়াও কুমা-রের করগ্রহণ করিতে পারিল না, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, অতএব উহাকেই ততোধিক ধিক্; আর দেখ সরো-বর কূপ তড়াগ নদ নদী প্রভৃতি সকল হ্রদেই দিনকরের

করস্পর্শে অরবিন্দবৃন্দ আনন্দে বিকসিত হইয়াছে, কিন্তু কুমারের করস্পর্শ ব্যতীত যাহার হৃদয়পদ্মিনী মুদিত ভাবেই রহিল, তিনিও এই ধিক্কারের দলভুক্তা হইলেন, সেতারের অব্যক্ত ধ্বনির যথার্থ অর্থ এই। উভয়ে এইরূপ ছল কৌশলে বহুবিধ বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে করিতে ইন্দুমালিনী ছদ্মবেশধারিণী উন্মাদিনীর সঙ্গলাভের প্রসঙ্গও কুমারকে অবগত করিলেন এবং তৎকালোচিত নানাবিধ আদিরসঘটিত সম্ভাষাদিতে কাল-য়াপন করিতে লাগিলেন।

বিংশ কুস্থম।

এখানে উন্মাদিনী সারা রজনী সরলা গরলা সহিত ঐ যবন যুবাকে নানাবিধ গান শুনাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে, যবন যুবা আর একটী গান গাইতে অনুমতি করিলেন। উন্মাদিনী যে আজ্ঞা বলিয়া যামিনী বিগতা দর্শনে ললিত সুরে গীতারম্ভ করিল।

গীত। রাগিণী ললিত, তাল ঠেকা।

আমার পামর মন পরদারে কর আশা।
জান কি জানকী হরি দশাননের যে দুর্দ্দশা॥
দুঃশাসন দুঃশাসন, সভ্রাতা কীচক নিধন,
উরুভঙ্গ দুর্য্যোধন, করি দ্রৌপদী-লালসা।
ইচ্ছা করি পরদারে, দৈত্যকুল ছারে খারে,
ইন্দ্র হরি অহল্যারে, স্ত্রীচিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে ভূষা॥

উন্মাদিনী এই গীতটী গাইয়া যাইতে উদ্যতা হইলে যবন যুবা কহিল, প্রিয়ে! তোমার তাললয়বিশুদ্ধ গীতে আমার মন এরূপ বিমোহিত হইয়াছে যে, তোমাকে নয়নান্তর করা অন্তরে রাখিয়া অন্তরে রাখিতে একান্ত অভিলাষ হইতেছে। উন্মাদিনী কহিল, মহাশয়! আমাকে অন্তরে রাখিবার অন্তরস্থ ভাব গায়িকার সভীত্বের

গ্রাহক যদি না হইত, তবে আনন্দ-সাগরের স্রোতের ন্যায় শ্রোতার এই বাক্য-স্রোতে আমি পরমানন্দে মনোবেদনা নাশিতে নাশিতে আপনায় ধন্যবাদ ভাষিতে ভাষিতে হাসিতে হাসিতে ভাসিতে ভাসিতে যাইতাম। ম্লেচ্ছ কহিল, সুন্দরি! ইহা হিন্দুমহিলার বক্তব্য বাক্যই বটে, কিন্তু একবার বাইজীর সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া নৃত্য গীত করিলে তোমার হিন্দুধর্ম্মের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি না হইয়া বরং উভয়েরই মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে।

উন্মাদিনী এই সকল উক্তি শ্রবণে মনে মনে ভাবিলেন, বুঝি নিতান্তই কুলে কলঙ্ক ঘটিল, গতিক ভাল নয়, এক্ষণে "যঃ পলায়তে স জীবতি" ইত্যাদি আলোচনার পর কহিলেন, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এক্ষণে বিদায় হই। ঐ দেখুন, মহাশয়, পূর্ব্ব দিক পরিষ্কার হইয়াছে, যামিনী গমন করিলে কামিনীর আর থাকা উচিত নহে। এই বলিয়া উন্মাদিনী বেগে গমন করিতে লাগিলেন। যবন যুবা কৌতুকাভিলাষে তৎক্ষণাৎ তাহার অঞ্চলাকর্ষণ করিল। উন্মাদিনী যবনস্পর্শজাত ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল! রে দুরাচার ম্লেচ্ছ! তুই যেরূপ মহাপাপাচারী, এই দণ্ডে তোর মস্তকে বজ্র পতিত হউক। আমি অতি কুবুদ্ধির বশবর্ত্তিনী হইয়া ব্যাপারিণীর বেশ ধারণ করিয়াছিলাম, হায় হায়! আমি যে বেশে বৃহৎ

নির্গতা হইয়াছিলাম, এক্ষণে যদি সেই বেশাদি থাকিত, তাহা হইলে আমার সেই করাল কৃপাণ কি কোষেতেই থাকিত? না তোর এই অস্পর্শীয় অঙ্গে উত্তমাঙ্গে সংযোজিত থাকিত? এবং এই ধরণীতল সধবাদিগের সীমন্তস্থল হইতেই বা কি বাকি থাকিত? থাক্ থাক্, আমি সত্বরেই তোর গুরুতর ষণ্ডামি কাণ্ডের দণ্ড বিধান করিতেছি। উন্মাদিনী এইরূপ তিরস্কার করিতে করিতে অঞ্চল ছাড়াইতে না পারিয়া পরিশেষে পরিধান-বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তোরণ-দ্বার লক্ষ্যে বেগধাবিনী হইল। সাহসিনী যদিচ এইরূপে যবনহস্তবিমুক্ত হইল বটে, কিন্তু লজ্জার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ তাহার পক্ষে সঙ্কট হইয়া উঠিল। জনসমাজে বিবসনা হওয়ায় মরণ মঙ্গল বিধানে জীবনে জীবনান্ত করণ মানসে দিগ্-বসনা সরোবর-সমীপে দ্রুতবেগে পদসঞ্চালন করিতে লাগিল।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ যমুনা-পুলিনে কেলিকদম্বদ্রুমারূঢ় জগৎত্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃতবস্ত্রা গোপাঙ্গনারা যমুনার জলকেলিতে বিরতা হইয়া লজ্জা-কুণ্ঠিত অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা যদ্রূপে কূলোত্থিতা হইয়াছিলেন, ঐ দুকূলবিহীনা কুলললনাও তদ্রূপে সরসীকূলে উপনীতা হইল। ঐ সরোবর-সোপানৈক-দেশে অঙ্গবতীনগরাগতা যে স্ত্রীলোকটী বসিয়াছিল সে সহসা দ্রুতগামিনী উলাঙ্গিনী উন্মাদিনী

প্রায় উন্মাদিনীকে অবলোকন করিয়া বিস্ময়ান্তরে অভয় দান করত আস্তে ব্যস্তে আপনার পরিধেয় বস্ত্রার্দ্ধ তাহার অঙ্গে সমর্পণ করিল, এবং নেত্রের নীর মোচন ও বদনে বারি সেচন পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া মর্ম্ম অবগত হইতে লাগিল। নৃত্য-গীত-কারিণী ব্যাপারিণীকে দিগম্বরী দর্শন ও স্পর্শন মাত্রে ঐ দাসীর হৃদয়ে যে অভাবনীয় অনির্ব্বচনীয় কতরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ হইবার সময় অসমাগত প্রযুক্ত এক্ষণে অপ্রকাশ রহিল।

দ্বীপিতাড়িত মৃগী যদ্রূপ সচকিতচিত্তে বেগধাবিনী হইয়া বনান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্য মৃগীকে প্রাপ্ত্যনন্তর স্বজাতিসমাগম-লিপ্সায় তাহাকে বীক্ষণ করিতে থাকে, উন্মাদিনী তদ্রূপ ঐ শুশ্রূষারতা ভুজিষ্যার সঙ্গপ্রাপ্তি পূর্ব্বক তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি বারংবার বিলোকনে বিশেষ বাধিত হইল। কিঙ্করীকে যতই দর্শন করিতে থাকিল, ততই তাহার অন্তরে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের প্রত্যুত্থান হইতে লাগিল।

প্রাসাদপৃষ্ঠে রাজপুত্র ও ইন্দুমালিনী উন্মাদিনীর শঙ্কাকুলিত ধ্বনি আকর্ণন মাত্র সত্বরে সমীপস্থ হইয়া কারণ প্রশ্ন করিলেন। উন্মাদিনী অকস্মাৎ ইন্দুমালিনীর সহিত রাজনন্দনকে দর্শনে অতীব আশ্চর্য্যোন্নয়নে নম্রবদনে নীরব হইয়া শিল্পিকল্পিত-পুত্তলিকাসদৃশ

দণ্ডায়মানা রহিল। কুমার পুনঃ পুনঃ চীৎকারের হেতু জিজ্ঞাসায় উন্মাদিনী অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিল, ঐ গৃহে যবন যুবা আমার গান শুনিতে শুনিতে আমাকে ধরিয়াছিল। রাজকুমার উন্মাদিনীর বাক্যে হাসিতে হাসিতে দ্রুতবেগে উহার দর্শিত গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বিদ্যুল্লতা ম্লেচ্ছ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতেছে। তখন কুমার বিদ্যুল্লতার হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা সকলে শীঘ্র আগত হও আমি যবনকে ধরিয়াছি, ইনি এক বার ইন্দুমালিনী হরণ করিয়াছিলেন, আবার অদ্য উন্মাদিনী-হরণের উপক্রম করিয়াছেন, ইহাঁকে মহারাজের বিচারালয়ে লইয়া যাইব। তখন সকলে তথায় উপস্থিত হওয়াতে বিদ্যুল্লতা অতিশয় ব্রীড়ান্বিতা হইলেন। কুমার কহিলেন সুন্দরি! এ বেশ বেশ, এরূপ মোহন মূরতি আর পরিত্যাগ করিতেছ কেন? আমি তোমার ভৈরবী ইন্দুমালিনী ও বিদ্যুল্লতা প্রভৃতি তিন শ্রীই দেখিলাম, ইহাতে মদনমোহিনী রতি রতি-তুল্যও নহে। তোমার এই পরম পুরুষবর নবীন যবনকিশোর কান্তিটী বিধাতার দর্শনপথে পতিত হইলেই তিনি কামদেবের কুসুম কার্ম্মুক ও পঞ্চ শর গ্রহণপূর্ব্বক তোমার করে সমর্পণ করিতে আর কালবিলম্ব করিতেন না। হায় হায়! জগদীশ্বর যদি আমাকে রমণী সৃজন

করিতেন, তাহা হইলে আমি এই অলোকসামান্য প্রিয়দর্শন অবয়বের শ্রীচরণাশ্রিতা হইয়া নাথ সম্বোধনে রসনা ও বাসনার পবিত্রতা প্রতিপন্ন করিতাম। কি ছার এই হিন্দুধর্ম্ম ও কিসেরই বা কুল! আমি দেবকন্যা হইলেও তোমাকে আমার এই হৃদয়-রথে আরোহণ করাইয়া মর্ত্তলোকেই স্বর্গভোগের অধিকারিণী হইতাম।

কুমার বিদ্যুল্লতাকে এইরূপ বলিতে বলিতে ইন্দুমালিনীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিতেছি যে, এই ভীষণ তরঙ্গরাজিবিরাজিত যবনযমুনার তুফান হইতে এই তরুণ কুলতরণী উত্তীর্ণ করিয়াছ। এই ম্লেচ্ছস্রোতে অমূল্যনিধিপূর্ণ তরণী নিমগ্ন হইলে তোমার যৌবন-ধন অকূল পাথারে নিপাতিত হইত। ইন্দুমালিনী বিদ্যুল্লতাকে দেখিয়া তাঁহার অমানুষিক শক্তি উন্নয়ন করিয়া তাঁহার সুশোভন কান্তি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি কুমারের ধন্যবাদে সন্তুষ্টা না হইয়া কুমার যে চাটুপটু বাক্যে বিদ্যুল্লতার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন তাহাতেই একেবারে প্রদীপ্ত ক্রোধের আধার হইয়া কম্পিত ওষ্ঠাধর ও নাসাপুট হইতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পরে অনেক কষ্টে সৃষ্টে ধৈর্য্যের সাহায্যে কুমারের প্রতি অল্পে অল্পে কহিতে লাগিলেন, হে যবনস্তাবক! আপনার আর

এতাধিক আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ জগদীশ্বর ইহাকে পুরুষ সৃজিতে বিস্মৃত হইয়া তাহার বিনিময়ে বারবিলাসিনীরূপ সৃষ্টিতে সৃষ্টি করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন, হে লম্পটবর! আপনি পরম পবিত্র পুরুষ-রতন হইয়া যখন কামিনী হইতে একান্ত কামনা করিতেছেন, তখন আপনার দুরাশা যে পরিসীমায় কত প্রবলা তাহা বলায় এ অবলা নিতান্তই দুর্ব্বলা। আপনি মোহিনীরূপে এ মহীতে অবতীর্ণা হইলে পুরুষমাত্রেরই কাম-কলাপ-আলাপিনী হইয়া সমস্ত কুলললনাদিগের স্বামী-উৎসবের তীক্ষ্ণাগ্র কন্টকিনী হইতেন। উন্মাদিনী চমৎকৃতচিত্তে বিদ্যুল্লতার প্রতি নেত্রপাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে উভয়ের মাধুর্য্য চাতুর্য্যের সুরুচির বচনরচনা আকর্ণনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আপনারা যে সভার সভ্য, সে সভাতে আর চাটুকার বা ভাঁড় কিংবা কৌতুকবাদী অথবা বহুরূপী প্রভৃতি থাকিবার কোন আবশ্যক নাই।

সরলা গরলা সত্বরে উন্মাদিনীর ও মহিষীর সেবিকার খণ্ড বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া উত্তমাম্বরে কলেবর সংবরণ করাইয়া দিল। মহিষীর পরিচারিকা রাজকন্যার অলৌকিক চাতুরীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজপুত্র উন্মাদিনীকে কহিলেন, উন্মাদিনি! তুমি কি অভিলাষে ও কি উপায়ে অত্র স্থলে সমাগতা হইলে! উন্মা-

দিনী কহিল, আমি ইন্দুমালিনীর অনুসন্ধানে ঘুড়িলখের ব্যাপারিণী হইয়া ছদ্মবেশে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার সৈনিক পুরুষের পরিচ্ছদ ও বায়ুগামিনী অশ্বিনীদ্বয় কুসুমপুর নগরীর হট্টশালায় সুরক্ষিত আছে। রজনীতে ইন্দুমালিনী যদি মুক্তি না পাইতেন ও অদ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে আমি তাহাকে লইয়া এত ক্ষণ কত দূর গমন করিতে পারিতাম। বিদ্যুল্লতা উন্মাদিনীকে আপনা হইতেও প্রত্যুৎপন্নমতি ও সুচতুরা বিবেচনায় তাহাকে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ এবং অঞ্চল-কর্ষণ-কালের বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া চমৎকৃতচিত্তে মনে মনে তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। কুমার উন্মাদিনীকে বহুবিধ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, উন্মাদিনি! যিনি তোমাকে পরিধেয় বস্ত্রার্দ্ধ সমর্পণ করিয়াছিলেন, উনি তোমার কে হন? উন্মাদিনী কহিল, উহাঁর সনে আমার কোন আলাপ নাই, তবে শুনিয়াছি উনি আপনার জননীর দাসী। কুমার মাতার কিঙ্করীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন, মাতৃসখি! এ ক্ষণে তোমাকে আর বয়স্য বলিয়া সম্বোধন না করিয়া তোমাকে সখী সম্ভাষে ডাকিব। মন্ত্রিপুত্র কহিল, পূর্ব্বেই ত আমাদিগের এই পরামর্শ ছিল যে, আপনার আসিবার পূর্ব্বে আমি

যে কোন উপায়ে হউক চিত্তরঞ্জনোদ্যানে উপস্থিত হইব, ইহাতে আর আমার অপরাধ কি? রাজবালা স্ত্রীবেশধারিণী মন্ত্রিপুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আলেখ্যপ্রায় হইলেন। মন্ত্রিনন্দনের মনোমোহিনী বেশ দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উন্মাদিনী মন্ত্রিপুত্রকে বিলোকন মাত্র লজ্জায় পলায়নোদ্যতা হইলে ইন্দুমালিনী উহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, পূর্ব্বে বেদিনীর বেশ দেখিয়াছ, অদ্য রাজমহিষীর দাসীর বেশ দেখিয়া নয়ন সফল কর। মন্ত্রিপুত্র কহিল, উনি আর এক দিন বটবৃক্ষমূলে আমার পঙ্কবিলেপিত কলেবর দেখিয়াছেন, এ ক্ষণে আপনাদিগের সকলের আশীর্ব্বাদে হরিদ্রাক্ত কলেবরে সন্দর্শন হইলেই কৃতকৃতার্থ হই। রাজপুত্র কহিলেন, দেখ, ক্ষুধাতুরবৃন্দের বদনে ওদন, তৃষ্ণাতুরগণের প্রতি বারি, ও দিগ্‌বাসদিগকে বস্ত্রাদি সম্প্রদানে মহতেরা বদান্য নামের অধিকারী হইয়া থাকেন, কিন্তু সখা, তুমি উলাঙ্গিনী উন্মাদিনীকে বস্ত্রার্দ্ধ প্রদান করিয়া বদান্য নামের বিনিময়ে লজ্জাবাসদানের ফলভোগী হইয়াছ, ইহাতে তোমার আর হরিদ্রাক্ত-কলেবর হইবার প্রতিবন্ধ নাই, অচিরেই আশা সফল হইবে। মন্ত্রিনন্দন কহিল, কুমার! এ অধীনের প্রভুভক্তির ফলেই এক যাত্রার সব ফল ফলিবে। উন্মাদিনী অতিশয় ত্রপান্বিতা

হইয়া নভশিরে ইন্দুমালিনীর পশ্চাৎ ভাগে দণ্ডায়মান হওয়াতে অসিত পক্ষের অষ্টমী বা নবমীর চন্দ্রের পশ্চাদ্বর্ত্তী ধ্রুব তারার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাজবালা কহিলেন, এ ক্ষণে অঙ্গবতীর অঙ্গনাকেই ধন্যবাদ করিতে হয়, যেহেতু আমরা ললিত রাগিণী মিশ্রিত গীতাদি আকর্ণন দ্বারা কর্ণকুহর সুশীতল করিতেছিলাম, উনি মূর্ত্তিমতী ললিত রাগিণীকে দর্শন ও স্পর্শন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল করিয়াছেন। মন্ত্রিনন্দন কহিল, ঈশ্বরি! আপনার চরণ-প্রসাদে কি না হইতে পারে, আমি ত সামান্য ললিত রাগিণী দর্শন স্পর্শন করিয়াছি, আমাদিগের প্রভু আপনার অনুগ্রহে কৈলাসবাসিনী অরণ্যেশ্বরী ভৈরবী রাগিণীর অনুরাগ-ভাজন হইয়াছেন; অতএব ঈশ্বরি! এই ধরামণ্ডলে আপনিই ধন্যা। কুমার কহিলেন, চোরের ধন চুরি করিতে যে ব্যাপারিণী সাজিয়াছে, আমি তাহাকেই ধন্যবাদ করি। ইন্দুমালিনী কুমারকে কহিলেন, অয়ি গুণাকর, আমি সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন সাজ সাজিতে দেখিলাম, এ ক্ষণে আপনার একটী সাজা দেখিলেই নয়ন মন চরিতার্থ হয়। কুমার কহিলেন, প্রিয়ে! আমার সাজার আর বাকি কি? আমি তোমার জন্য নানা স্থলে নানাস্থানী হইয়া নানা সাজা পাইয়াছি। ইন্দুমালিনী কহিলেন,

কুমার! ওরূপ সাজা বিষয়ে আমারও ত্রুটি নাই, আমি অদ্যাবধিও কারারুদ্ধ ছিলাম, যবনবেশী রাজ-বালা বিদ্যুল্লতার অনুগ্রহে এইমাত্র মুক্তি লাভ পাইয়াছি। এই বলিতে বলিতে ইন্দুমালিনীর পরিপ্লব নয়নযুগল সজল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বিদ্যুল্লতা ইন্দুমালিনীর দুইটী হস্ত ধারণপূর্ব্বক বিবিধ বিনীত বাক্যে অনুনয় করণানন্তর তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিদ্যুল্লতার এইরূপ মঞ্জু ভাষার তোষামোদে তাঁহার ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইয়া তিনি স্তিমিতনয়নে ধারা এবং মনস্তাপের সহিত নিঃশ্বাস নিপাতিত করিতে থাকিলেন। ইন্দুমালিনীর ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বিদ্যুল্লতার শারিকা পক্ষিণী কহিতেছে।—

কিসে কারারোধ, কেন কর ক্রোধ,
আছ ত দেবী-সমান।
বনে উন্মাদিনী, পড়ে একাকিনী,
দুর্য্যোগে বাঁচালে প্রাণ॥
বিনা গৃহে গতি, যা কর আরতি,
সরলা গরলা দাসী।
সাধে সেই কাজ, সুখেতে বিরাজ,
বিধু-মুখে মধু হাসি॥
হে ইন্দুমালিনি! ঐশ্বর্য্য-শালিনী,
ছিলে অশেষ বিশেষে।

কিন্তু তব হেতু, এ বিজয়কেতু,
সখা সহ জলে ভাসে ॥
সজ্জিত যবন, করি দরশন,
মূর্চ্ছিতা না সরে ভাষা।
হেরিলে নিষাদে, পড়িতে প্রমাদে,
ছাড়িতে প্রাণের আশা ॥
ভয়ঙ্করাকার, হেরি সবাকার,
কুমার যে শবাকার।
ধন্য বিদ্যুল্লতা, নিষাদে বশতা,
করিল ছাড়ি হুঙ্কার ॥
নিবিড় বিজনে, ভ্রমিয়ে কাননে,
এই চন্দ্রাননে পায়ে।
বাঁচায়ে পরাণ, স্বদেশে প্রয়াণ,
করিল গোপন হয়ে ॥
সিঞ্চি জলনিধি, উপজিয়া নিধি,
সঁপিল করে তোমার।
তবু ছল ছল, নেত্রে বহে জল,
বদন-কমল তার ॥
যাঁর কৃপালেশে, গৃহবাসে বসে,
অক্লেশে প্রাণেশে পেলে।
সেই বিদ্যুল্লতা, কত সরলতা,
ধরে দেখ ধরাতলে ॥

একবিংশ কুসুম।

এমত সময়ে ধনপতি সাধুর সহিত রাজা বিক্রম-কেশরী তথায় উপনীত হইলেন। সহসা মহারাজের আগমনে বিদ্যুল্লতা প্রভৃতি সকলে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। ধনপতি সাধু ইন্দুনালিনীকে আহ্বান করিলে তিনি অতিত্রস্তভাবে আসিয়া পিতাকে সম্ভাজনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণতা হইলেন। ধনপতি ইন্দুনালিনীকে সম্ভাষণানন্তর মহারাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার পিতার শ্রীচরণে প্রণতা হও, তোমার প্রসূতি এই মহারাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয়ে তোমাকে প্রসব করিয়া অকালে করাল-কাল-কবলে কবলিতা হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। আমি তৎকালে তোমার মাতামহের কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। অচলা-নাম্নী আমার সহধর্ম্মিণী উন্মাদিনীকে প্রসব করিয়াছিল, আমি তোমাকে স্তন্য দুগ্ধ পান করাইবার কারণ তোমার মাতামহের ও মহারাজের অনুমতিক্রমে আপন বাটীতে আনয়ন করিয়া অকৃত্রিম অপত্যস্নেহে এ পর্য্যন্ত তোমাকে পরিবর্দ্ধন ও প্রতিপালন করিতেছিলাম। তুমি কোন-রূপে চিন্তিতা হইবে এই বিবেচনায় এ সকল বৃত্তান্ত

তোমার নিকট গোপনভাবেই রাখিয়াছিলাম। বৎসে ইন্দুমালিনি! আমি উন্মাদিনী অপেক্ষা তোমাকে সহস্র গুণে স্নেহ করিয়া থাকি। আমরা তোমাকে হারা হইয়া মণিহারা ভুজঙ্গ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় অতিশয় চঞ্চল-চিত্তে দিগ্‌দিগন্তরে লোক প্রেরণ করিয়াও সুস্থির হইতে না পারিয়া অবশেষে উন্মাদিনীকেও তব তত্ত্বে প্রেরণ পক্ষে বাধ্য হইলাম, এবং তোমার অদর্শনে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এই বৃদ্ধ অবস্থাতে আপনিও কুসুমপুর নগরীতে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত হট্টশালাস্থ অশ্বপালের নিকট অবগতিপূর্ব্বক তোমার পিতার সন্নিধিতে সমস্ত বিদিত করিলাম। মহারাজ তচ্ছ্রবণে বিস্মিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ সদলে সকলকে ডাকাইয়া তাহাদিগের প্রমুখাৎ সকল ব্যাপার বিদিত হওত আহ্লাদিত হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন! বৎসে ইন্দুমালিনি! এক্ষণে আমাকে আর পিতৃসম্বোধন করিতে হইবে না, অদ্য তোমার পিতাকে পিতা বলিয়া চন্দ্রাননের পবিত্রতা ও দেহের সফলতা সম্পাদন কর। যখন মাতা বলিতে বাসনা হইবে, বৎসে! তখন এই মহারাজের দ্বিতীয় মহিষীকে মাতা বলিয়া ডাকিও, অথবা ধর্ম্মপুরস্থ সেই কাঙ্গালিনী দুঃখিনীকে স্মরণ করিয়া উক্ত সম্বোধন করিও। কুমারি! আমি ধনে

ও নামে ধনপতি হইয়া অদ্য তোমা-ধনে পরিবঞ্চিত হইলাম।

ধনপতি এই বলিয়া ধরাতলে উপবেশন ও ধরা ধারণপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ইন্দুমালিনী মহারাজের চরণে প্রণামানন্তর নতশিরে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন। কন্যাবৎসল মহারাজ ইন্দুমালিনীর দিকে দৃষ্টিপাত না করিতে করিতেই তাঁহার নেত্রযুগল হইতে বাষ্পধারা বিগলিত হইতে লাগিল। মহারাজের এই স্নেহ-সম্মিলিত আনন্দাশ্রু-পাতের সহিত শোকসিন্ধুর বারিধারাও মিশ্রিত হইতে লাগিল। তিনি যতই কুমারীর কমলানন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অধিকাংশই শোকসূচক নীরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ধনপতিকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, সাধু! তুমি সাধু, এ কন্যারত্ন তোমারই যথার্থ, আমি নামে মাত্র পিতা। এই বলিয়া বিদ্যুল্লতাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। বিদ্যুল্লতা গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া পিতার পদপদ্মদ্বন্দ্ব বন্দনা করিলেন। সরলা গরলাও মহারাজকে প্রণতা হইয়া ধনপতির শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মহারাজ ইন্দুমালিনীকে বিদ্যুল্লতার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে বিদ্যুল্লতে! তুমি ইন্দু-

মালিনীকে যথার্থ সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় ভাবিও। পরে ইন্দুমালিনীকে কহিলেন, বৎসে! তুমি বিদ্যু- ল্লতাকে মাতৃগর্ভজাত স্বসার সদৃশ সন্দর্শন করিও। স্বয়ং যে রাজকন্যা তাহা ইন্দুমালিনী এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও জানিতেন না, অদ্য আপনার পরিচয় ও পিতাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় অভিমানে অনিবার অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বিদ্যুল্লতার প্রতি যতই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার অভিমান দ্বিগুণিত হইতে লাগিল। বিদ্যুল্লতা আপনার দোষ ক্ষালন অভিলাষে ইন্দুমালিনীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অপরাধের পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। উন্মা- দিনী মহারাজ ও পিতার চরণে প্রণিপাত করিল।

পরে শুভ লগ্নে রাজপুত্রের সহিত ইন্দুমালিনীর ও মন্ত্রিপুত্রের সহিত উন্মাদিনীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইলে রাজপুত্র বিদ্যুল্লতা ও ইন্দুমালিনীকে লইয়া অঙ্গবতীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিপুত্রও উন্মাদিনী সহকারে অঙ্গবতীর বাটীতে আসিয়া পূর্ব্ববৎ রাজপুত্রের সহ সহবাস করিতে থাকিলেন। মহারাজ রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনপতি ধর্ম্মপুরস্থ হইয়া স্বীয় পরিবারকে সমস্ত অবগত করিলেন। নিষাদগণ প্রার্থনাধিক অর্থ পাইয়া মহানন্দে মহারণ্যে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎ কাল পরে মহারাজ বীরবর পুত্রবধূদ্বয়ের গর্ভ জাত দুইটী বালকের জাতক্রিয়াদি সমাধানপূর্ব্বক বিজয়-কেতুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করণানন্তর এক পরম জ্ঞানী পরমহংসের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহিষীর সহিত তপোবনে আশ্রয় লাভ করিলেন।

পরমজ্ঞানী পরমহংসের বক্তৃতা।

নমঃ নিত্য নিরঞ্জন চিত্তচারণ।
নমঃ সত্য সনাতন তত্ত্বকারণ॥
নমঃ বিশ্ববিকাশক বিশ্বপালন।
নমঃ দর্পহারি হরি দস্যুদলন॥
নমঃ অন্ত-আদি-হীন ধ্বান্তবারণ।
সুধাসিন্ধু-সুধাকর সর্ব্বতারণ॥
নমঃ সত্ত্বরজঃতমঃ সংজ্ঞা-ধারণ।
হয় সৃষ্টি স্থিতি লয় ইচ্ছা কারণ॥
বট সর্ব্বব্যাপি নহ নেত্রে সাকার।
আছ স্পর্শি সবে নহ স্পৃষ্ট কাহাব॥
হের সর্ব্ব ভূতে ধর সর্ব্ব জীবন।
নমঃ উত্তম পুরুষ নিত্য পাবন॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি চন্দ্র তপন।
থাকি শূন্য পথে করে জ্যোতি অর্পণ॥

হয় আজ্ঞাবহ এই বিশ্ব ভুবন।
ধরা অগ্নি উদকাদি শূন্য পবন ॥
দিবারাত্র দণ্ড পল পক্ষ অয়ন।
প্রাতঃসন্ধ্যা আদি করে নিত্য ভ্রমণ ॥
জীব জন্তু কি কানন জঙ্গম বন।
আছ ভিন্ন রূপে চারু ভিন্ন শোভন ॥
গিরি গুল্মলতা তরু পল্লবগণ।
করে পুষ্প ফলে তব অর্ঘ অর্পণ ॥
হয়ে পক্ষিকুল তব তত্ত্বে মোহিত।
বসি বৃক্ষ'পরে করে সুন্দর গীত ॥
কিবা ভাগ্য আছে প্রভু অর্চি তোমায়।
একে মূঢ়মতি গতি-বর্জ্জিত তায় ॥
নাহি তত্ত্বজ্ঞান, মন মত্ত বারণ।
পাপপঙ্কে ধায় নাহি গ্রাহ্য বারণ ॥
করিকুম্ভে ছিল মুক্তি-মুক্তা-রতন।
বিনা যত্নে রত্ন হয় পঙ্কে পতন ॥
রিপু-শত্রু-করে কেবা রক্ষে আমায়।
পড়ি শঙ্কটে শঙ্কিত কম্পিত কায় ॥
হয়ে অন্ধ অন্ধকূপে বন্দি এখন।
দীনে দুস্তারে নিস্তার বিঘ্নহরণ ॥

চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম উপলক্ষে আত্মশাসন করিতেছেন।—

হে জীব! তুমি দুর্ল্লভ মানব দেহ পাইয়া এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছ যে, পরম কারুণিক পরম পিতা জীব-রাজির মধ্যে অস্মদাদিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন বিষয়ে যত্নবান্ হইবার জন্য অস্মদাদিকে বাক্‌শক্তি সম্প্রদান করিয়াছেন। হায় হায়! বদ্ধমূল এই অহংকারটী আমাদিগের সর্ব্বনাশের আকর ও পাপ-পাবকের অনিল-স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে ঘোরতর নরকাভিমুখে নীয়মান করিতেছে। জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম হইতে মানব-গণের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রে কথিত থাকিলেও তাহার কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে।

যথা—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভি-র্নরাণাম্। ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ, ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অতএব হে জীব! ধর্ম্মজ্ঞান ব্যতীত আমরা কোন ক্রমেই পশুদিগহইতে উৎকৃষ্ট হইতে পারি না, যেহেতু আহার নিদ্রা ভয়াদিতে আমরা পশুদিগেরই তুল্য।

মানববর্গ নানাবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দ্বারা বিশেষ জ্ঞানা-পন্ন হইয়াও যেরূপ কুৎসিত কার্য্যের পর্য্যালোচনা,

লোকনিন্দনীয় অলৌকিক আচার, কদর্য্য ব্যবহার ও ধর্ম্মের মর্ম্মচ্ছেদি কর্ম্ম সকল করেন, তাহার তিলার্দ্ধও জরায়ুজাতপশুপুঞ্জে প্রতীয়মান হয় না। পশুগণ বিনা শাস্ত্রানুশীলনে যদ্রূপ নৈসর্গিক আচারের আশ্রিত, মনুষ্যগণকে তাহার সহস্রাংশের একাংশও আশ্রয় করিতে দেখি না। মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, উষ্ট্র, ভল্লুক, শাখামৃগাদি কয়েকটী পশু শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত নৈসর্গিক বোধবশতঃ যেরূপ প্রভুভক্তি দর্শাইয়া থাকে, নরবৃন্দেতে তাহার অধিকাংশই অভাব। সিংহ, শার্দ্দূল, দ্বিরদ, ঋক্ষ, গো, মহিষ, গোমায়ু, শ্বা, মর্জ্জার, বরাহ, বানর ইত্যাদি জন্তুগণ যুদ্ধবিদ্যার বিন্দু বিসর্গও বিদিত না থাকিয়া স্বভাবতই যাদৃশ রণপণ্ডিত, বিগ্রহবিদ্যাবিশারদ নর-বৃন্দেরা সে পাণ্ডিত্যে কুণ্ঠিত। দেখ জীব! সিংহ স্বভাবতঃ স্বীয় বল বিক্রম বিস্তার দ্বারা অপরাপর চতুষ্পদপুঞ্জকে পরাজয় করত অরণ্যমধ্যে একাধিপত্য সংস্থাপনপূর্ব্বক পশুরাজ নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে, এবং মুক্তি-কামনায় মুক্তিদাত্রী জগদ্ধাত্রীর বাহন নামে জগতে ঘোষণা রাখিয়াছে; আর হরিণ ফেরু গো ছাগ মেষ বরাহ বানর মহিষ ইত্যাদি জন্তুগণ ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্র অনভিজ্ঞ হইয়াও স্বভাবসিদ্ধ স্ব স্ব জাতির পরস্পর প্রণয়ে যে-রূপ দলবদ্ধ হইয়া কালযাপন করিতে থাকে, নানাশাস্ত্র-পারদর্শী নীতিবিশারদ মানবশ্রেনিতে তাহার স্থান

সংখ্যাও দৃষ্টিগোচর হয় না। মনুষ্যমাত্রেই এক একটী উপায় অবলম্বন দ্বারা অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করেন যে, আমরা উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা নামমাত্র, ঐশ্বর্য্যশালী হইবার মানসেই সকলে অর্থের আরাধনায় মত্ত। কেহ কেহ ঐ অর্থের আয়ত্তকরণে এরূপ মত্ত যে লোকাচারবিরুদ্ধ, ধর্ম্ম-বিগর্হিত—অধিক কি, কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতকতা ও মনুষ্যের মৃত্যুসাধন প্রভৃতি দুর্নিবার নরকাকর মহৎ পাপকে বাণিজ্যমধ্যে পরিগণিত করিয়াছে। চতুষ্পদদিগের উপার্জ্জন ক্ষুন্নিবৃত্তি ব্যতীত ঐশ্বর্য্যজনক নহে। পশুদিগের মৈথুনাদির নিয়মও অতি চমৎকার। গাভীগণের সঙ্গমাকাঙ্ক্ষাধ্বনি ব্যতীত হাম্মারব মাত্রেই ষণ্ডেরা উহা-দিগের সন্নিধিতে ধাবমান হয় না। গোঠে মাঠে সর্ব্বদাই গাভী ষণ্ড একত্র বিচরণ করিতেছে, কিন্তু তাহাদিগের মনে তখন সে ভাবের আবির্ভাব কোথায়? বিশেষ, গর্ভিণী গো সকলকে বৃষেরা সততই পরিত্যাগ করিয়া থাকে, এবং ঐ অন্তঃসত্ত্বা পয়স্বিনীগণও সঙ্গম-লালসার ভাব ভঙ্গি ও রবাদি বিস্মৃত হইয়া তৎকালোচিত আচারে ঐ বৃষগণ-সহকারে তৃণাদি চর্ব্বণ করিতে থাকে। এইরূপে অনেক পশুই প্রায় নিয়মে নিবদ্ধ আছে। কিন্তু হে জীব! বহুশাস্ত্র-বেত্তা পণ্ডিতাভিমানী মানবশ্রেণিতে এ বিষয়ের অধিক অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে মহিষদিগের

একটী আশ্চর্য্য ঘটনা উল্লিখিত আছে। কোন মহিষ-পালক তাহার মহিষীর সঙ্গম-সময় জানিয়া অন্য মহিষ অভাবে ঐ মহিষীর গর্ভজাত প্রাপ্তবয়স্ক মহিষের গাত্রে কর্দ্দম লেপনানন্তর রূপান্তর করিয়া সেই সঙ্গমকার্য্য নির্ব্বাহ করাইতেছিল। মহিষী ঐ মহিষের অঙ্গের ঘ্রাণ ও লেহন দ্বারা আপন বৎস জানিতে পারিয়া ক্রোধের সহিত ঐ মহিষপালককে আক্রমণ করিয়া শৃঙ্গাঘাতে এরূপ ক্ষত বিক্ষত করিল যে, মহিষ-রক্ষক তাহাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিল।

চতুষ্পদপংক্তিতে আরও অতি আশ্চর্য্য নিয়ম আছে। ইহারা এরূপ অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী যে সদ্যোজাত বৎসের দর্শন ও লেহন দ্বারা আপনাদিগের প্রসব-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং বৎসের নিকটে অন্য জন্তু বা মানবগণ উপস্থিত হইলে “আমার বৎসকে লইবে বা আঘাত করিবে” এই বোধে তাহারা বৎসের সন্নিধানস্থ ব্যক্তি বা জন্তুদিগকে হুঙ্কারের সহিত আঘাত করিতে উদ্যতা হয়। কিন্তু নরশ্রেনির অনেকে ধনলোভে সেই অপত্য-বাৎসল্যে পরাঙ্মুখ হওত সন্তানের মমতা তিরোহিত করিয়া নন্দন-নন্দিনীগণকে অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে অলঙ্কারাদি গঠন, পরিচ্ছদাদি ক্রয়, গৃহাদি নির্ম্মাণ, ও ভোজনীয় পানীয়

ও আমোদীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বন্ধু বান্ধব সহিত সচ্ছন্দে সদানন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকে।

অতএব হে জীব! এই সমস্ত নীতিবিগর্হিত ক্রিয়া দ্বারা তাহারা কিপ্রকারে সর্ব্বপ্রাণীর শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রাপ্ত হইতে পারে? দেখ ঐ সকল জন্তুগণের বিষাণ, দশন, নখর, অস্থি, মজ্জা, স্নেহ, রস, রক্ত, মেদ, অজিন, লোম, জিহ্বা, লাঙ্গূল, নাভি, মুষ্ক, বিষ্ঠা, মূত্র ইত্যাদি দ্বারা নরবৃন্দের যেরূপ ইষ্ট সাধন হইতেছে, মনুষ্য দ্বারা উক্ত পশুদিগের বা মনুষ্যদিগের সেরূপ উপকার কোথায়? যদিচ কোন কোন জন্তু মৃত মনুষ্য খাইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা প্রাপ্তিও অতিদুষ্কর; হিন্দুশ্রেণিস্থ সমস্ত লোক মৃত দেহ দহন করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, যবন ও ইংরাজ জাতিরা শব সকলকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া রাখে, এবং অস্মদাদির মধ্যেও কেহ কেহ মৃতের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিয়া আমাদিগের প্রাচীন প্রথানুসারে ঐ স্থানে সমাজ নামে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। তবে যদি কোন কারণে কোন শ্রেণির শবাদি অরক্ষণীয় ও পতিত হয়, তবেই ঐ জন্তুরা খাইতে পায়। ব্যাঘ্র ইত্যাদি জন্তুরা যদিচ জীবিত মনুষ্য ধৃত করিয়া তাহার রক্ত মাংসাদি খাইয়া থাকে বটে, তথাপি পশুদিগের দ্বারা যে বহুবিধ মহোপকার হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জন্তুগণ মুক্তিকাননায়

দেবতাদিগের বাহন হইয়া পশুজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে; যথা, বিরূপাক্ষের বৃষ, সূর্য্যের অশ্ব, চন্দ্রের মৃগ, ইন্দ্রের বারণ, যমের মহিষ, শীতলার গর্দ্দভ, ষষ্ঠীর মার্জ্জার, গণেশের মূষিক, ইত্যাদি; এবং সিংহ শূকর শৃগাল গাভী ইহারা স্বয়ংই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া জনগণের নমস্য হইয়াছে। অতএব পশুশ্রেণি হইতে জীব! তুমি কোন ক্রমেই উৎকৃষ্ট নহ।

অণ্ডজোপলক্ষে আত্মশাসন।

হে জীব! অণ্ডজশ্রেণি-মধ্যেও মিত্রতা একতা শীলতা বিগ্রহ অপত্যস্নেহ খাদ্যোপার্জ্জন, ধর্ম্মপ্রতিপালন এবং শিল্পনৈপুণ্য অতি চমৎকার। দেখ বাবুই-আদি শকুন্তেরা চঞ্চু-আহৃত তৃণ দ্বারা যেরূপ নীড় নির্ম্মাণ করে, তাহা সুশিক্ষিত শিল্পিদিগের বুদ্ধির অগম্য। আর দেখ, গরুড় বিহঙ্গম স্বীয় সামর্থ্যে কত শত বীরবৃন্দের বিক্রম আক্রমণ করিয়া এই জগতে পক্ষিরাজ আখ্যায় খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে এবং চরমে পরম পদ প্রত্যাশায় ভবভয়বিভঞ্জন শ্রীশ্রীভগবান্ বিষ্ণুর বাহন হইয়া দ্বিজজন্মের সফলতা লাভ করিয়াছে। আর জটায়ু-সম্পাতিদিগের কথা কি কহিব, সামান্যতঃ পক্ষী শ্যেন, শকুনি, হাড়গিলে, বুলবুল, তাম্রচূড়, কপোত চিল ইহারা স্বভাবতঃ যুদ্ধবিদ্যাবিজ্ঞাতা; কতকগুলি দ্বিজজাতি-

স্বর, যথা—ময়না, মদনা, সুরী, চন্দনা, টিয়া, কাজলা, শালিক ইত্যাদি। আর কতকগুলি তির্য্যগ্‌যোনিস্বভাবসিদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় বাক্‌শক্তিতে পটু, যথা—শুক, শারিকা ইত্যাদি। কাকাতোয়া, ভীমরাজ, কস্তুরি, ময়ূর, মাছ-রাঙ্গা, ফিঙ্গা, খঞ্জন প্রভৃতি; ও লক্কা, মুখ্যী, নোট-নাদি কপোতগণ নৃত্য বিষয়ে নিপুণ। পাপিয়া, শ্যামা, দয়েলাদি শকুন্তেরা নৈসর্গিক গুণে এরূপ মধুময় ধ্বনি প্রকাশ করে যে, অতি উৎকৃষ্ট গায়কদিগের তান-লয়-বিশুদ্ধ মনোহর গীতাদি শ্রবণ না করিয়া ঐ খেচর-নিকরের মোহনীয় স্বর আকর্ণনেই চিত্তের আগ্রহাতি-শয় হয়।

কলকণ্ঠব্যূহের একতাও বিলক্ষণ লক্ষ্য হইতেছে, যেহেতু তাহারা সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া গতায়াত ও বিচরণাদি করিয়া থাকে। পারাবত, মরাল, ময়ূর, চক্রবাক প্রভৃতি অণ্ডজকুল আদিরস-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ব্যতীত আদিরসাদির আদিপুরুষসদৃশ মদনোৎসবের আদর্শস্বরূপ হইয়াছে। আর কুক্কুট কাকাদি প্রভাত-বক্তারা যেরূপ গোপনে কামকলা আলাপে প্রবৃত্ত, বিদ্যামদমত্ত বৃথা জিতেন্দ্রিয়াভিমানী মানবতনুতে তাহার অণুমাত্রও অনুধাবন হয় না। আমরা এপর্য্যন্ত মন্থর ও মরালদিগের পদসঞ্চালন স্ত্রী পুরুষে অনুশীলন করি-তেছি। কলঘোষেরা অপত্যস্নেহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া

আপনাদিগের কর্ত্তব্য আহার্য্য দ্রব্য আহার না করিয়া কেহ বা চঞ্চুপুটে কেহ বা কণ্ঠে ধারণ করিয়া শাবক সকলের বদনে সমর্পণ করত তাহাদিগের ক্ষুধাশান্তি করে। কুলায়স্থ বা কোটরস্থ শাবকবর্গের সন্নিধে কোন জন্তু বা মনুষ্য উপস্থিত হইলে ঐ তির্য্যগ্‌যোনিরা অতি কোপনস্বভাবে নখ চঞ্চু ডানা আঘাত দ্বারা তাহাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করে, এবং নিজ নীড় হইতে উহাদিগকে অন্তর করিবার অভিপ্রায়ে অথবা জগৎপিতা জগদীশ্বরের সাহায্য-লাভ-লালসায় অতি ভীষণ রবে চীৎকার করিতে থাকে। আর দেখ, পক্ষিগণ মোক্ষকামনায় দেবতাদিগের ভার বহন করিতেছে, যথা ব্রহ্মার হংস ষড়াননের শিখী, ধূমাবতীর কাক, লক্ষ্মীর কপোত, ইত্যাদি। এবং কোন কোন খেচর দেবতা-সদৃশ মনুষ্যদিগের প্রণামভাজন হইয়াছে, যথা গরুড় শঙ্করচিল, শ্বেতকাক, গৃধিনী ইত্যাদি। বেদবিজ্ঞাতা দ্বিজের ন্যায় কতকগুলি দ্বিজ মুক্তিমানসে দেবদেবীর নামানুকীর্ত্তন করিয়া থাকে, যথা টিয়া, ময়না, শালিক ইত্যাদি। অতএব হে জীব! এপ্রকার পদ্ধতিতে অণ্ডজরাজি হইতে কোন্ ক্রমেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইতে পার না।

কীটপতঙ্গাদি স্বেদজোপলক্ষে আত্মশাসন।

স্বেদজদিগের শিল্পবিষয়ক নিপুণতা অতি অভাবনীয়। বল্মীকগণ যে সুপ্রণালীতে মৃত্তিকার প্রণালী প্রস্তুত করে, তাহা সর্ব্বতঃ প্রশংসনীয়; এবং তন্তুকীটকৃত পট্টসূত্র ডিম্বাকারে এরূপ সুরক্ষিত হয় যে, মনুষ্যগণ তাহা দোহন পূর্ব্বক সূত্রসঙ্কলনীতে সঙ্কলন করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি বিবিধ বস্তু প্রস্তুত করিয়া অর্থের ভাজন হইয়া থাকে। সমুদ্রে একপ্রকার কীট আছে তাহাদিগের মৃতদেহ মৃত্তি-কায় পরিণত হইয়া ক্রমশঃ দ্বীপাকারে সুপ্রকাশ পায়, এবং বহুমূল্য প্রবালাদিও কীট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঊর্ণনাভেরা লালা দ্বারা যেপ্রকার জাল রচনা করে তাহাতে তাহারা শিল্পদক্ষতায় ভূয়সী প্রশংসার ভাজন; ঐ জালে পতিত হইলে বৃশ্চিক প্রভৃতিরও উপায়ান্তর নাই; উহাদিগের পাশে কোন কীটাদি পতিত মাত্র ঐ লূতা কীটেরা সত্বরে তাহাদিগের নিকট-বর্ত্তী হইয়া স্বীয় পাদদ্বারা লালযোগে তাহাদিগকে এরূপে আবদ্ধ করে যে, তাহাদের আর অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদি চালিত করিবার কোন ক্ষমতা থাকে না, পরে ঐ ঊর্ণ-নাভেরা তাহাদিগের রসরক্ত আচূষণ করিলে ঐ কীট-গণ বাহ্য অবয়বের সহিত লতাপাশে জড়িত থাকিয়া অন্তরে অন্তর্হিত হয়। লাক্ষা নামক কীট দ্বারা জৌ বা

গালা প্রস্তুত ও মধুমক্ষিকা হইতে মোম মধু এইরূপ কতপ্রকার কীট হইতে কত কৌশলে কতপ্রকার দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা ভার। স্বেদজ সম্প্রদায়েরা সংগ্রাম বিষয়ে যেরূপ দক্ষ তাহা মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়কন্দরে বিশেষরূপে জাগরূক রহিয়াছে। দেখ মশকনামক কীট আমাদিগের বস্ত্ররচিত দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গে পদাঘাত করত শোণিত শোষণ করিতে থাকে; আর মৎকুণ নামক কীটেরা আমাদিগের উপাধান ও শয্যাদিতে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া রজনীতে অস্মদাদির রুধির পান করে; কেশকীটেরা মস্তকে বিচরণ করত ব্যক্তিব্যূহের রক্তের ভাজন হয়; এবং পিপীলিকা ও মক্ষিকাদিগের নিকটে আমরা সততই পরাস্ত রহিয়াছি। মৎস্যাদি যদিচ অণ্ডে জন্মগ্রহণ করে, তত্রাচ শাস্ত্রকারেরা উহাদিগকে জলজকীট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ মৎস্য হইতে পরম পবিত্র বেদের উদ্ধার হওয়ায় মৎস্যকে প্রথম অবতার বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কীটগণ মুক্তিমানসে পুষ্পসহবাসে দেবতার সন্নিধি লাভ করিয়া থাকে, এবং প্রজাপতি পতঙ্গকে বিবাহের যোজক কর্ত্তা বলিয়া সকলে মান্য করিয়া থাকে। অতএব হে জীব! তুমি সামান্য কীটাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ হইতে পার না।

উদ্ভিজ্জোপলক্ষে আত্মশাসন।

হে জীব! উদ্ভিদশ্রেণিস্থ পাদপপুঞ্জ ও লতা, গুল্ম বল্লিসমূহ উহাদিগের মূল, কাণ্ড, শাখানুশাখা, স্কন্ধ, পত্র, শিরা, ত্বক, নির্যাস, রস, আঠা, মধু, মাতি, পুষ্প ফল, বীজ, জটা, নম্রা, কেশর, ইত্যাদি দ্বারা বহুবিধ খাদ্য, নানাপ্রকার ঔষধ, অশেষবিধ বস্ত্র ও বিবিধপ্রকার ক্ষোদিত নির্ম্মিত শয়ন উপবেশন উপযোগী ও দ্রব্যাদির আধারাদি কোষাদি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুল সামগ্রী দ্বারা মনুষ্যদিগের ভোজন শয়ন উপবেশন বসন ভূষণ পীড়া শান্তি প্রভৃতি বিবিধ মহোপকারের আকররূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং নরশ্রেণির বিষ বায়ু গ্রহণানন্তর অমৃতানিল সঞ্চালন করত জীবনরক্ষায় ও শরীরের সচ্ছন্দতা সম্পাদনে সতত তৎপর রহিয়াছে। যাহাদের শীতল ছায়া আতপতাপিত প্রাণিপুঞ্জের পরম প্রণয়াস্পদ হইয়াছে, ঐ দ্রুমদলেরা পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে তপোবলে বশীভূত করিয়া স্বীয় তরুবর কলেবর স্বতন্ত্রকরণ পূর্ব্বঃসব দেবদেবীর আকারে মানববর্গের পরম পূজনীয় হইয়াছে, যথা দারুময় দেবদেবী ইত্যাদি। এবং কোন কোন পাদপ স্বয়ংই দেবতা রূপে নরবৃন্দের পূজা গ্রহণ করিতেছে, যথা নিম্ব, বিল্ব, অশ্বথ, বট, তুলসী, মনসা ইত্যাদি। আর উদ্ভিদজাত পর্ব্বতগণ

বৃহৎ ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডকরণক কারিগরদিগের সাহায্যে গৃহ, ও শয়ন, উপবেশন, এবং ভোজনপাত্র, পানপাত্র প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দ্বারা অস্মদাদির মহৎ উপকার করিতেছে, এবং দেবাদির আকারে সকলেরই প্রণামভাজন হইয়াছে।

এবিধায় চতুর্বিধ ভূতগ্রামই যদি এইরূপেই প্রশংসনীয় হইল, তবে হে জীব! তুমি কোন্ সাহসে কি বিধানে কাহার সাহায্যে ও কি যুক্তিতে সমস্ত প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পার। হে জীব! এই জগতীতলে সমস্ত বস্তু হইতে তুমি হীন ও হেয়, এক্ষণে চরমে পরম পদ পাইবার আশয়ে সেই পরম পবিত্র পরাৎপর নিত্য নিরঞ্জনের চিন্তা কর। এই কর্ম্মভূমিতে তোমার তিনি ব্যতীত আর কেহই নাই। অতএব অনন্যকর্ম্মা অনন্যধর্ম্মা এবং অনন্যমনা হইয়া সেই একমেবাদ্বিতীয়ং মহাগুণগৌরবান্বিত সত্য সনাতনকে সতত সাধনা করহ।

পরমহংসের নামাষ্টক।

দিন গত, কত কব, হইতেছে জীব ভব,
ভব-হাটে কোথায় বৈভব।
চিন নাহি এ আপন, ইথে আপন, আপন,
প্রাপণ বিষয়ে রত সব॥

যাঁর মনে যাহা আছে, সেই তাহা খুঁজিতেছে,
পাইলে পলাবে সবে ছাড়ি।
কে সহায় কার দায়, কেবা কার মুখ চায়,
সকলে করিছে তাড়াতাড়ি॥
মুখস্ত সমস্ত স্নেহ, সস্নেহে না হেরে কেহ,
অহরহঃ লৌকিক ব্যাপারে।
স্বীয় সাজে সারি সারি, পসারে যত পসারি,
সদা ব্যস্ত আপন ব্যাপারে॥
ভুলে ভুলে কর ভুল, কি অতুল কিবা ভুল,
স্থূলে ভুল মূলে হলি হারা।
বাহ্য কাজে হৈয়ে কাজি, দেখিছ ভোজের বাজি,
মাঝামাঝি পূঁজি গেল মারা॥
মিছে ভ্রম মান্য লাগি, গণ্য নহে শূন্যভাগি,
দৈন্য দেখে অন্য মহাজনে।
অসার সংসারে মাতি, কেন ভ্রম দিবা রাতি,
তত্ত্ব কর সত্য সনাতনে॥ ——— ১
পাইয়া বিপুল অর্থ, কি তত্ত্বে মত্ত অনর্থ,
আশার হইয়া বশীভূত।
ধরিয়া আশার হাত, করিতেছ গতায়াত,
চ্যুতবুদ্ধে না ভাবি অচ্যুত॥
দেখ জীব দিন দিন, হইতেছ অতি দীন,
ক্ষীণ বীর্য্য লীন বল বুদ্ধি।

তথাপি সাধের বাধ্য, হয়ে সাধ যথাসাধ্য,
কিসে বৃদ্ধি হইবে সমৃদ্ধি ॥
মনে মনে অনুরাগ, মনে মনে লঙ্কা ভাগ,
মনে মনে কত খেল খেলা।
একি ভ্রম কব কারে, মহা সিন্ধু তরিবারে,
সম্বল কদলীতরু ভেলা ॥
লূতাজালে বান্ধি গিরি, দোলাইতে সাধ করি,
যত্নযুক্ত একি চমৎকার।
ধরিতে গগন-চাঁদ, ভূতলে পাতিলে ফাঁদ,
নখে শৈল করিবে বিদার ॥
ছেদিতে লৌহশৃঙ্খল, লয়েছ কমলদল,
সাহস পেয়েছ কোন জ্ঞানে।
অসার সংসারে মাতি, কেন ভ্রম দিবারাতি,
তত্ত্ব কর সত্য সনাতনে ॥——————২
চুপে চুপে ছয় রিপু, ঘেরিছে তোমার বপু,
হাপুগণে ভ্রমিবি রে কত।
নাহি মিলালি বিভুতে, তোমার এপঞ্চ ভূতে,
সকলি হইল ভূতগত ॥
তুমি খোঁজ কার ছিদ্র, পায়ে কাল তব ছিদ্র,
আসি তব নবচ্ছিদ্র ঘরে।
হেতু তোমার নিধন, হরে তব আয়ু-ধন,
নিদ্রাগত তুমি মায়া-ঘোরে ॥

ত্যজি নিদ্রা উঠ জীব, বল সদা সদাশিব,
তবে শিব হইবে তোমার।
নতুবা নিস্তার অস্ত, বিস্তার করিয়া হস্ত,
আসিছে শমন দুর্নিবার॥
এখন সতর্ক হয়ে, কুতর্কেতে ক্ষমা দিয়ে,
সতর্ক সোপানে কর গতি।
মিছে হই হই রবে, ভ্রমণ করিয়া ভবে,
আর কেন লভিছ দুর্গতি॥
অনিবার অহঙ্কার, নাহি তার প্রতিকার,
হাহাকার রব ঘনে ঘনে।
অসার সংসারে মাতি, কেন ভ্রম দিবা রাতি,
তত্ত্ব কর সত্য সনাতনে॥——— ৩
মাতা পিতা ভগ্নী ভ্রাতা, দুহিতা পুত্র বনিতা,
ইত্যাদি মায়ার পরি হার।
পরিহার নাহি মনে, আহার বিহার সনে,
এ সংসারে তুমিই সং-সার॥
মুকুর করেতে ধরি, হাস্য আস্য দৃশ্য করি,
বিশ্ব পশ্য নস্যের আধার।
নশ্বর বপুর কান্তি, দেখেও ঈশ্বরে ভ্রান্তি,
ক্রান্তি গ্রন্থি ফেলি রত্নভার॥
হরিদ্রাক্ত পীতবর্ণ, ফুল ফল আদি পর্ণ,
লতাদি পাদপে শোভা হয়।

বাল্য বৃদ্ধ যুবকাদি, রূপান্তর আছে যদি,
চিরস্থায়ি কিছু মাত্র নয় ॥
হ্রাস বৃদ্ধি হয় শশী, শুভ্র তমোময় নিশি,
ঋতুভেদে তাত বাত শীত।
শোভিতেছে দিবাকর, অয়নাংশে তাবান্তর,
নক্ষত্রাদি এই ভাবে স্থিত ॥
গিরি গুল্ম তরু জীব, সমস্ত বস্তু নির্জীব,
সৃষ্টি লয় হয় ক্ষণে ক্ষণে।
অসার সংসারে মাতি, কেন ভ্রম দিবারাতি,
তত্ত্ব কর সত্য সনাতনে ॥————৪
টল টল পাতঞ্জল, সঙ্খ্যা করে সাঙ্খ্য দল,
নৈয়ায়িক ন্যায়ে নাহি পায়।
বৈশেষিক বিষ্ণভ্রান্ত, বেদান্ত না হয় ক্ষান্ত,
চূড়ান্ত করিতে মীমাংসায় ॥
পুরাণ পুরাণ খেদ, নানা মতে ভেদাভেদ,
শ্রুতিবলে অভেদ অকাট্য।
ঘাটে মাঠে মঠে তটে, ঘটে পটে রটে বটে,
বেদে পঠে একমাত্র পাঠ্য ॥
নহে রাম শ্যাম শ্যামা, উমা, ধূমাবতী, ভীমা,
নহে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শিবা।
নহে জল নহে স্থল, নহে আকাশ অনল,
নহে মেঘ বায়ু রাত্রি দিবা ॥

নহে রক্ত পীত বর্ণ, নহে ধাতু রৌপ্য স্বর্ণ,
নহে পর্ণ লতা তরুবর।
নহে বার তিথি রাশি, নহে গয়া গঙ্গা কাশী,
নহে কাষ্ঠ লোষ্ট্র ধরাধর॥
যাচকগণের যাচ্য, বাচকের হন বাচ্য,
প্রণবে পবিত্র জ্ঞান জনে।
অসার সংসারে মাতি, কেন ভ্রম দিবারাতি,
তত্ত্ব কর সত্য সনাতনে॥——৫
যাহার কৃপার গুণে; খেচর ভূচরগণে,
চরাচরে চরে নিত্য সুখে।
অনন্ত অন্তর-যামী, যিনি হন সর্ব্বস্বামী,
সর্ব্বগামী সর্ব্ব জীবে দেখে॥
হস্ত পদ তাঁর কুত্র, নাহি নাসা কর্ণ নেত্র,
নাহি গাত্র, মাত্র জ্যোতির্ম্ময়।
সূর্য্যমণ্ডলেতে ধাম, পরম পুরুষ নাম,
পরোরজ বেদে এই কয়॥
কেহ কহে নিরাকার, কেহ বা কহে সাকার,
কেহ কহে সদানন্দ ধাম।
কেহ কহে স্বতঃ সত্য, মহত্তত্ত্ব তথ্য নিত্য,
পরমাত্ম তত্ত্ব আত্মারাম॥
অনাদি নাহিক আদ্য, ইন্দ্রিয়ের নহে বেদ্য,
শব্দ স্পর্শ গন্ধ রস রূপ।

ইত্যাদির নহে গম্য, বৈষম্য যাহার দম্য,
সিদ্ধ কার্য্যে সর্ব্বগম্যরূপ॥
ব্রহ্মচারি বানপ্রস্থ, দণ্ডি প্রভৃতি গৃহস্থ,
যোগী ঋষি রত যাঁর ধ্যানে।
অসার সংসারে মাতি, কেন ভ্রম দিবা রাতি,
তত্ত্ব কর সত্য সনাতনে॥ ——— ৬
রুদ্ধ ঊর্দ্ধপদে জপ, জঠরে কঠোর তপ,
করিয়া স্মরিয়া যাঁর নাম।
বিনষ্ট হইয়া কষ্ট, ভূমিতে হলি ভূমিষ্ট,
ইষ্টনিষ্ঠে সিদ্ধমনস্কাম॥
বাল্যভোগে হয়ে ভোগী, ঐশ্বর্য্যভোগের ভাগি,
যৌবনে হইয়ে ভুলে গেলি।
অবত্তীর্ণ তূর্ণ জীর্ণ, ক্রমে কলেবর শীর্ণ,
কালের কবলে হবি ডালি॥
ছাড় ওরে রঙ্গ ভঙ্গ, লীলা খেলা দাও ভঙ্গ,
মাতঙ্গ তুরঙ্গ যানে গতি।
পরি বহু পরিচ্ছদ, প্রকাশিছ ধন-মদ,
আমোদ প্রমদে মত্ত অতি॥
খড়ি ছড়ি ঘুড়ি গাড়ি, চেড়ি বাড়ি নাড়াবাড়ি,
শীরে শোভে স্মুবর্ণ পাগড়ি।
নাহি পাবে কড়াকড়ি, সকলি রহিবে পড়ি,
শ্মশানে যাইবে গড়াগড়ি॥

অতএব দেখ ভেবে, কিছু সঙ্গে নাহি যাবে,
দেখা মাত্র নিশির স্বপনে।
অসার সংসারে মাতি, কেন ভ্রম দিবারাতি,
ভজ্ত্ব কর সত্য সনাতনে॥———————৭
সুগন্ধি পুষ্পের ভার, চন্দনচর্চ্চিত হার,
অঙ্গে ধরি কত হাব ভাব।
বাতুল যে অঙ্গরাগে, অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে,
এ রোগের ঔষধ অভাব॥
বরষা তপমাতপে, আতপত্রে রাখি ঝেঁপে,
উপানহে পাদ-আবরণ।
করিতে শীতোপশম, অঙ্গে রেসম পশম,
ধরি কর অনল সেবন॥
আহার বিহারে ক্লান্ত, করে ধরি তালবৃন্ত,
ব্যজন সুখেতে নিদ্রা যাও।
কুশাঙ্কুর ঠেকে পায়, মুখে ডাক বাপ মায়,
মর্ম্মান্তিক কত ব্যথা পাও॥
চক্ষু খুলি খাবে কাকে, তখন ডাকিবে কাকে,
কিংবা ফেরু মেরুদণ্ড খাবে।
অথবা কাষ্ঠের সনে, প্রজ্বলিত হুতাশনে,
দাহ্যমান হবি জীব যবে॥
তাই বলি শুন যুক্তি, যতক্ষণ আছে শক্তি,
ভুল না রে নিত্য নিরঞ্জনে।

অসার সংসারে মাতি, কেন ভ্রম দিবারাতি,
ভজ কর সত্য সনাতনে ॥————————ঙ

—

গীত—রাগিণী বাহার, তাল ধ্রুপদ।

বন্দে পুরুষ প্রধান।
পবিত্র পরমিহ, ভূতভাবন ভূতাতীত
যেন ভূতনাথ ভাতি ভগবান ॥
নক্ষত্র রাত্রি দিবা দিবাকর, পবন পুরন্দর শশধর,
নিরাদি অগ্নি নিকর আকর, অনাদ্য নিধি নিত্য নিধান ॥
বিশ্ব বিভাতি জ্যোতি শ্রুতিভাষে, ষড়ঙ্গ বেদ বিধি বিকাশে,
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মপদ আশে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব করে ধ্যান ॥
অনিত্য জগতে কেন মত্ত, ব্যর্থ অর্থে সদা সমর্থ,
নিত্য নিত্য সাধ সে তত্ত্ব, স্বতঃ সত্য তত্ত্ব বিধান ॥

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রালয়ে, অথবা তেলিনীপাড়াস্থ শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে কিংবা সহর ফরাসিডাঙ্গার অন্তঃপাতি লাড়ুয়ার মোন সাকিমে গ্রন্থকর্ত্তার বাটীতে পাইবেন।